NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

কলকাতা ৩ জুলাই ২০২৬ ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার বিংশ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.07.2026, Vol.20, Issue No. 23, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

সুইৎজারল্যান্ড বনাম আলজিরিয়া
(ভারতীয় সময় সকাল ৮:৩০)

গতকালের ফলাফল

ইংল্যান্ড-২	কঙ্গো- ১
বেলজিয়াম- ৩	সেনেগাল- ২
আমেরিকা- ২	বসনিয়া- ০

অপরাধের তথ্য গোপন নয় প্রতিটি অভিযোগ নথিভুক্তির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপরাধের তথ্য গোপন না করে প্রতিটি অভিযোগ নথিভুক্ত করার জন্য পুলিশের প্রতি কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কথায়, 'ব্যাধি লুকিয়ে রাখলে তার চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই মহিলা, শিশু বা অন্য যে কোনও অপরাধের অভিযোগ এলে তা নথিভুক্ত করুন, এফআইআর করুন এবং কেন্দ্রের কাছে সঠিক তথ্য পাঠান।' একইসঙ্গে রাজ্যের ৫০০টি থানায় সাইবার হেল্পডেস্ক, প্রতিটি থানায় উইমেন হেল্পডেস্ক এবং দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াডের উদ্বোধন করেন তিনি।

অনলাইন প্রতারণা, ডিজিটাল অ্যারেস্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে অপরাধের মতো সাইবার জালিয়াতি রুখতে রাজ্যজুড়ে থানায় থানায় 'সাইবার হেল্প ডেস্ক' চালু হল। শুধু অভিযোগ গ্রহণ নয়, প্রতারণার শিকার ব্যক্তিকে দ্রুত আইনি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সাইবার অপরাধের অভিযোগ জানাতে জাতীয় সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল (এনসিআরপি)-এর পাশাপাশি ১৯৩০ হেল্পলাইনের ব্যবহার বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

আর্থিক প্রতারণার ক্ষেত্রে যত দ্রুত অভিযোগ জানানো যাবে, প্রতারিত অর্থ আটকে দেওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। তাই 'গোল্ডেন আওয়ার'-এর মধ্যেই অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিচ্ছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার নবান্নে পুলিশের আধুনিকীকরণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে বহু অপরাধের তথ্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়নি। সেই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে হবে। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা যদি জানতে না পারি রাজ্যে কোন ধরনের অপরাধ বাড়ছে, তাহলে তার মোকাবিলার পরিকল্পনা করব কীভাবে?' তাই কোনও অভিযোগ চাপা না দিয়ে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন তিনি। নারী সুরক্ষাকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে উল্লেখ করে শুভেন্দু জানান, আরজি কর-কাণ্ডের (অভয়া) অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই প্রতিটি থানায় উইমেন হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি ২১৩টি মোটরসাইকেল নিয়ে গঠিত দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড রাজ্যজুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তা জোরদার করবে। সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় প্রতিটি থানায় ২৪ ঘণ্টার সাইবার হেল্পডেস্ক চালু হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রতারণার অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় সাইবার ক্রাইম পোর্টাল এবং ১৯৩০ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ জন্য রাজ্য স্তরে সাইবার নিরাপত্তার দায়িত্বে একজন সিনিয়র আধিকারিক নিয়োগ করা হবে, যিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয় করবেন।

পুলিশের কাজের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেও আশ্বাস দেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, পুলিশের পুরনো সুনাম ফিরিয়ে আনাই সরকারের লক্ষ্য। একইসঙ্গে পার্ক সার্কাস ও আসানসোলে পুলিশের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই ১১২ জরুরি পরিষেবা চালু এবং সেপ্টেম্বরে ১৬ হাজার নতুন পুলিশ কর্মী নিয়োগের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ইউসিসি খসড়া খতিয়ে দেখতে কমিটিতে সায়

নেতৃত্বে জাস্টিস রঞ্জনা দেশাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) কার্যকর করার পথে প্রথম প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল শুভেন্দু অধিকারী সরকার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ২০২৬'-এর খসড়া বিল পরীক্ষা করে সুপারিশ দেওয়ার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। কমিটির নেতৃত্বে থাকছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই। চার সপ্তাহের মধ্যে কমিটি রিপোর্ট জমা দেবে। এরপর বিধানসভায় বিলটি পেশ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ওই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার আইনি কাঠামো চূড়ান্ত করা হবে। এর মাধ্যমে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ-সহ ব্যক্তিগত আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে অভিন্ন বিধান আনার উদ্যোগ শুরু হল। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে কলকাতা-সহ মোট ন'টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এই আদালতগুলির জন্য ৩৬টি নতুন পদ সৃষ্টিরও সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এনএইচএম-এর আওতায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাসিক পারিশ্রমিক ১ অগস্ট থেকে ৫ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। পাশাপাশি, খতিয়ান ও প্লট সংক্রান্ত তথ্যের ডিজিটাল কপি পেতে আবেদন ফি এবং প্রমাণীকরণ ফি সম্পূর্ণ মকুব করা হয়েছে, ফলে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন।

এ ছাড়া সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ও এসএসবি-র জন্য জমি হস্তান্তর, মালদায় জওহর নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ, কোচবিহার ও বাঁকুড়ায় নতুন সাবস্টেশন, পশ্চিম মেদিনীপুরে ইএসআইসি ডিসপেনসারির জন্য জমি, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিতে ডিজিটাল সংস্কার এবং পূর্ত দপ্তরে অভিন্ন শিডিউল অফ রেটস চালুর মতো একাধিক প্রস্তাবেও এদিন মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র মিলেছে।

দেবরাজ পুলিশের হেপাজতে, দীর্ঘ জেরা অদিতিকেও

আদালতের বাইরে ডিম থেকে বাঁচতে টুপি পরে গাড়ি থেকে নামেন দেবরাজ চক্রবর্তী।

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেবরাজ চক্রবর্তীকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠাল আদালত। বৃহস্পতিবার তিনি যখন আদালতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করেও ডিম ছোড়া হয়। যদিও ধৃত তৃণমূল কাউন্সিলরের গায়ে ডিম পড়েনি। সেই ডিম গিয়ে পড়ে পুলিশের গাড়িতে। পুলিশকর্মীদের উর্দিতেও লাগে ডিম। এই উত্তেজনার মাঝেই মাথায় টুপি পরে আদালতের ভিতরে ঢুকে যান দেবরাজ।

দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আরও বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে আদালতে পুলিশ আর্জি জানানোর পাশাপাশি ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করা হয়। এমনটাই খবর আদালত সূত্রে। তবে পুলিশের এই আর্জি মানা হয়নি। তাঁকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, এখনও বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসা বাকি। বিশেষ করে সম্পত্তি, আর্থিক লেনদেন এবং রাজনৈতিক যোগাযোগের দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

একইসঙ্গে পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের স্বার্থে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া নথিপত্র এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের ধারণা, এই নথির মাধ্যমেই তোলাবাজি এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত অভিযোগের একাধিক দিক পরিষ্কার হতে পারে।

এর পাশাপাশি রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সিকেও এদিন দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। দেবরাজের মোবাইল ফোন থেকে পাওয়া কিছু নম্বর এবং তথ্যের ভিত্তিতেই অদিতি মুন্সিকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেয় পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, সেই সূত্র ধরে একাধিক আর্থিক লেনদেন, যোগাযোগ এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁকে প্রায় ছ'ঘণ্টা ধরে একাধিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। একইসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং একটি ল্যাপটপও বাজেয়াপ্ত করেছে তদন্তকারী দল।

'দাবি কীসের, আমরাই প্রকৃত তৃণমূল', কমিশনের ফুল বেঞ্চে ঋতব্রত গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কার দখলে থাকবে? তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের দাবি এবং পাল্টা দাবির ভিত্তিতে তাঁদের চিঠি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মমতা, ঋতব্রত দু'পক্ষকেই চিঠি দেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ জুলাই, সোমবারের মধ্যে দু'জনের জবাব চেয়েছে কমিশন। বলা হয়েছে, সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে নথিপত্র-সহ তাঁদের বক্তব্য জানাতে হবে।

উল্লেখ্য, তৃণমূলের প্রকৃত উত্তরাধিকার কার হাতে, সেই দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক করল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল। তৃণমূল দলের প্রতীক ও সাংগঠনিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে নিজেদের অবস্থান এদিন কমিশনের সামনে তুলে ধরেন তাঁরা।

ঋতব্রত ছাড়াও তাঁর শিবিরে থাকা ন'জন বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে যান। ১০ প্রতিনিধির মধ্যে ৯ জন বিধায়ক, এক জন প্রাক্তন মন্ত্রী। ঋতব্রতদের বেলা ১২টায় সময় দিয়েছিলেন জ্ঞানেশ কুমারেরা। নির্বাচন কমিশনের দপ্তর থেকে বেরিয়েই আরও এক বার নিজেদের 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করেন ঋতব্রতেরা।

নয়াদিল্লিতে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি ঋতব্রত শিবির।

দু'পক্ষকেই চিঠি কমিশনের

নাম না-করে 'চার্টার্ড ব্যুরোক্র্যাট' বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বৃহস্পতিবার বৈঠকের পর দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতীক বা দলের তহবিল নিয়ে প্রশ্নই ওঠে না। আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন-সহ মোট ১০ জন প্রতিনিধি, এনডব্লিউসি-র সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেছি।' তিনি আরও জানান, গত ২২ জুন জাতীয় অধিবেশনের পরদিনই তাঁদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমরা কমিশনের কাছে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে আমাদের বক্তব্য সরাসরি তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া হয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার আমাদের কথা শুনেছেন। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।' ৪ মে-র পর ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পরই তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ভাঙনের পর প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস কোনটি, সেই প্রশ্নে ঋতব্রত বলেন, 'এখানে উপস্থিত কেউ ব্যক্তিস্বার্থে লড়াই করছেন না। আমাদের লড়াই ব্যক্তি-নির্ভর রাজনীতির বিরুদ্ধে।' বৃহস্পতিবার নাম না করে দলের ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'একসময় তৃণমূল কংগ্রেসকে একজন চার্টার্ড ব্যুরোক্র্যাটের মাধ্যমে কার্যত হাইজ্যাক করা হয়েছিল। দলকে কর্পোরেট সংস্থা, এমনকি একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মতো পরিচালনা করা হচ্ছিল।

জঙ্গলমহলের উন্নয়নে কুড়মি নেতাদের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

বৃহস্পতিবার নবান্নে কুড়মি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঝাড়গ্রাম প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ততার মাঝেও বৃহস্পতিবার নবান্নে কুড়মি জনজাতির নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে জঙ্গলমহলের উন্নয়নে একগুচ্ছ আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কুড়মি নেতারা এ দিন জঙ্গলমহলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, বনজ সম্পদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন, ভূমি রক্ষা এবং কুড়মি-সহ অন্যান্য জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন কুড়মি সমাজের প্রধান নেতা অজিত প্রসাদ মাহাতো, মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো ও সমাজের যুব সংগঠনের রাজ্য নেতা তুহিন মাহাতো-সহ আরো অনেকে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনায় তারা সন্তুষ্ট বলে যুব নেতা তুহিন মাহাতো জানিয়েছেন। অজিত প্রসাদ মাহাতো বলেন, আমাদের আশা, গঠন মূলক এই আলোচনার পর জঙ্গলমহলের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার ইতিবাচক উদ্যোগ নেবে।

ইচ্ছাকৃত নষ্ট অভয়ার ভিসেরা নমুনা!

প্রাক্তন ফরেনসিক আধিকারিকের চিঠিতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর ধর্ষণ ও খুন মামলায় সামনে এল এক বিস্ফোরক অভিযোগ। এক প্রাক্তন ফরেনসিক আধিকারিকের পাঠানো চিঠির ভিত্তিতে নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, রাজ্য ফরেনসিক পরীক্ষাগারে সংরক্ষিত ভিসেরা নমুনা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট বা বদলে ফেলা হয়েছিল। আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার এই প্রসঙ্গে জানিয়েছে, এই অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে তারা শিয়ালদহ আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছে।

পরিবারের দাবি, কয়েক দিন আগে নির্যাতিতার বাবার নামে একটি চিঠি আসে। সেই চিঠিতে এক প্রাক্তন ফরেনসিক আধিকারিক অভিযোগ করেন, নির্যাতিতার ভিসেরা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা নমুনা প্রকৃত অবস্থায় রাখা হয়নি। অভিযোগ অনুযায়ী, রাজ্য ফরেনসিক বিভাগের তিন আধিকারিক এই নমুনা বদলে দেন। এমনকি পরে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক পরীক্ষাগারে পাঠানো নমুনাও পরিবর্তিত অবস্থায় পাঠানো হয়েছে বলেও ওই চিঠিতে দাবি করা হয়েছে।

চিঠিপ্রেরকের নাম-পরিচয় নির্যাতিতার পরিবার প্রকাশ্যে আনেনি। নির্যাতিতার বাবাকে লেখা চিঠিতে প্রেরক নিজেকে বেলগাছিয়া ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির প্রাক্তন কর্মী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'ফরেনসিক বিশ্লেষণের জন্য আপনার কন্যার যে ভিসেরা নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর আগে বেলগাছিয়ায় রাজ্য ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে অদলবদল করা হয়েছে। এই কাজ করা হয়েছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অথবা তৃণমূলের নির্দেশে।'

চিঠিতে আরও দাবি, তৃণমূল জমানায় বিজেপি বা সিপিএম কর্মীদের এমন শ'য়ে শ'য়ে ভিসেরা নমুনা অদলবদল করেছেন ওই আধিকারিকেরা। তা ছাড়া, ফরেনসিক পরীক্ষায় ব্যবহার করা হত নিম্নমানের সামগ্রী। ওই আধিকারিকদের অবিলম্বে বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়েছেন প্রেরক।

সাধারণত ভিসেরা পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ থেকে লিভার, কিডনি, পাকস্থলী-সহ বিভিন্ন অঙ্গের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এর মাধ্যমে জানা যায়, মৃত্যুর আগে দেহে কোনও বিষাক্ত পদার্থ, মাদক বা ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না। পরিবারের অভিযোগ, এই গুরুত্বপূর্ণ নমুনা নষ্ট বা বদলে দেওয়ায় তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ দিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। পরিবার আরও দাবি করেছে, চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই নমুনা নষ্ট করা হয়েছিল। তবে এই অভিযোগের পক্ষে এখনও কোনও সরকারি বা বিচারিকভাবে যাচাই করা প্রমাণ প্রকাশ্যে আসেনি। অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে নিশ্চিতও হয়নি। নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবীরা জানিয়েছেন, ওই চিঠি শিয়ালদহ আদালতে জমা দিয়ে সিবিআইকে অভিযোগগুলির সত্যতা যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়ার আবেদন জানানো হবে। তাঁদের দাবি, নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই প্রকৃত সত্য সামনে আসতে পারে। চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, অতীতেও রাজনৈতিকভাবে আলোচিত একাধিক হত্যাকাণ্ডে ভিসেরা নমুনা নষ্ট করার ঘটনায় এই কয়েকজন ফরেনসিক কর্মীরই ভূমিকা ছিল।

আদালতে পরিবার

মমতার কালীঘাটের বাড়িতে জয়া বচ্চন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্ডিয়া জোটে শরিক হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব খানিকটা বাড়াতে দেখা গিয়েছিল সমাজবাদী পার্টিকে। দিন কয়েক আগেই কলকাতায় এসে দলের সর্বভারতীয় নেতা কিরণময় নন্দ তৃণমূলের পরাজয়ের জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করেছিলেন। এবার সেই মমতার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে গেলেন সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সদস্য জয়া বচ্চন। বৃহস্পতিবার বিকেলে তৃণমূল সাংসদ ডেরেক'ও ব্রায়েনের সঙ্গে কালীঘাটে যান সেলেব সাংসদ। তাঁকে বাড়িতে স্বাগত জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, তা অবশ্য জানা যায়নি।

এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে কালীঘাটে গেলেন জয়া বচ্চন। বৃহস্পতিবার ডেরেক ও ব্রায়েনের সঙ্গে তিনি আসেন মমতার বাড়িতে। এমনিতে তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে জয়ার বেশ ভালো সম্পর্ক। আগে বাংলার ভোটে এসে মমতার হয়ে প্রচারও করে গিয়েছেন জয়া। কিন্তু এবার তিনি 'প্রাক্তন'। এই অবস্থায় জয়ার আগমন নিয়ে বেশ উৎসাহ তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে কি কিরণময় নন্দের মন্তব্যের ড্যামেজ কন্ট্রোল নাকি ইন্ডিয়া জোটের পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা? দুই নেত্রীর আলোচনার বিষয় অবশ্য জানানো হয়নি। ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূলের ভরাডুবির পরও হার মানতে নারাজ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির বিরুদ্ধে তিনি ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছিলেন। এনিয়ে মামলাও চলছে। মমতার এই অভিযোগকে সমর্থন করেছিলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবও। তিনি ফলপ্রকাশের কয়েকদিন পর কলকাতায় এসে কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন। তার কিছুদিন পর অবশ্য সমাজবাদী পার্টির বর্ষীয়ান নেতা কিরণময় নন্দ মমতার সমালোচনাই করেছিলেন। তাঁর মতে, 'মানুষ মমতাকে চায়নি, তাই তিনি হেরেছেন।' এও জানিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে অনেক সময় অনেক কিছু বলতে হয়। অর্থাৎ অখিলেশের মমতাকে সমর্থনের বিষয়টিকেই তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন, তা স্পষ্ট।

বুলডোজারে মাটিতে মিশল 'অরণ্যের কূলে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার পুত্র ইমরান মোল্লার ক্যাফেতে চলল বুলডোজার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত মৌখালি এলাকায় মাতলা নদীর চরে ছিল এই ক্যাফেটি। নাম দেওয়া হয়েছিল 'অরণ্যের কূলে'। বৃহস্পতিবার সকালে প্রশাসনের তরফে বুলডোজার নিয়ে গিয়ে ক্যাফে ভেঙে ফেলার কাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

অবৈধ ভাবে মাতলা নদীর চর দখল করে শওকত-পুত্র ক্যাফেটি চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, গত ২৯ জুনই সংশ্লিষ্ট নির্মাণটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালিকপক্ষ সেই নির্দেশ কার্যকর না-করায় প্রশাসন নিজেই ভাঙার কাজ শুরু করল। এই ভাঙার কাজে যে খরচ হবে, তা মালিকপক্ষের কাছ থেকেই আদায় করা হবে।

শওকতের গ্রেপ্তারির পর পুলিশের নজরে এসেছিল তাঁর ছেলে ইমরানের মালিকানাধীন এই ক্যাফেটি। জানা গিয়েছে, বাবা বিধায়ক থাকাকালীন মৌখালি সেতু সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার উপরেই মাতলা নদীর চরের উপর এই ক্যাফে তৈরি করেছিলেন ছেলে ইমরান। নিয়মের তোয়াক্কা না-করেই এত দিন ব্যবসা চলছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর শওকত এবং তাঁর পরিবারের সম্পত্তি তদন্তকারীদের

শওকত মোল্লার ছেলের ক্যাফেতে চলল বুলডোজার।

আতশকাচের তলায় চলে আসে। ভাঙড় বিস্ফোরণকাণ্ডে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে ভাঙড়ের পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী শওকত গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে নজরে পড়ে তাঁর ছেলের বেআইনি ক্যাফে তৈরির বিষয়টি।

মৌখালিতে যখন ক্যাফে ভাঙার কাজ চলছে, তখন একটি ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে জীবনতলা থানায় পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন শওকত মোল্লা। একই সময়ে প্রশাসনিক অভিযান ও ফৌজদারি তদন্তকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতি মুকুল হেলা**, স্বামী **প্রয়াত পান্নালাল হেলা, -চুঁচুড়া, আনন্দমঠ এবং পোস্ট : চুঁচুড়া, আরএস, থানা : চুঁচুড়া, জেলা: হুগলি,** মূল রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং **২২১৮/২০১০, ২৫.০৬.২০২৬** তারিখে বেলা ১ টার সময় **চুঁচুড়া কোর্টে** হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে **চুঁচুড়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ২৭৬৩ তারিখ ৩০.০৬.২০২৬** দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে **৭ দিনের মধ্যে** জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মহ মজফফর মোল্লা,** পিতা **মহ সাহেব আলি মোল্লা,** নিবাস **চুপরিহরা, থানা : কুলতলি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ২৫৪০/২০১২, ০২.০৬.২০২৬ তারিখে জামতলা বাজারে** ফটোকপি করানোর সময়ে বিকেল আনুমানিক **৩ টার সময়ে** হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুলতলি থানায় এক **জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১৬১৫ তারিখ ২৬.০৬.২০২৬** দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তির কোনও দাবি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে থাকলে বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে **৭ দিনের** মধ্যে জানান।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

CHANGE OF NAME

I, Reema Das daughter of Subrata Das & Wife of Pawan Kumar Shaw, Present resident of 165 & 165/1, Banaras Road, Salkia, Howrah - 711106 as hereby declare that I have changed my name from Reema Das to Reema Shaw and henceforth I shall be known as Reema Shaw in all purpose, vide Affidavit No. 6690 Sworn before the Notary Public at Kolkata on 15th Day of September 2025 Reema Shaw and Reema Das both are same and one identical person.

আমমোক্তারনামা

আমি শ্রী মদন লাহা, পিতা প্রয়াত হরিমোহন লাহা, চন্দননগর মৌজায় জে.এল. নং.-১, আর.এস. ২১৫ নং খতিয়ান তথা হাল এল.আর. ১২৮৫ ও ১২৮৬ নং খতিয়ানে আর.এস. ৩৭০ নং দাগ তথা হাল এল.আর. ৫৯৫ নং দাগে, সীট নং ১৬, ২ কাঠা ৫ ছটাক ২৪ বর্গফুট জমি এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে দলিল নং. IV-০৬০৪০০২৫৯/২০২০, তারিখ- ২৭.১১.২০২০ মূলে শ্রী সিদ্ধার্থ দাস, পিতা-প্রয়াত গোবিন্দ চন্দ্র দাস-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সিঙ্গুর খলিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
শ্রী মদন লাহা
আমমোক্তার দাতা

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that **ASHOK SAHA @ ASHOK CH. SAHA,** S/o- Late Nimaai Saha, aged about- 43 years, by faith- Hindu, resident of Jiban Singha, Gate Bazar P.O. & P.S. Bhadreswar, Dist.-Hooghly, Pin.-712124, W.B. has been missing on **06/04/2013 about 20:00 hours at PURI, Odisha** and in this regard on a Station Diary was lodged by BABLU SAHA at **Seabeach Police Station, Puri being SD no- 15 dated 06/04/2013.** The Description of the **ASHOK SAHA @ ASHOK CH. SAHA** is as follows:- **Name:** ASHOK SAHA @ ASHOK CH. SAHA, **Address:** Jiban Singha, Gate Bazar, P.O. & P.S.- Bhadreswar, Dist.-Hooghly, Pin.- 712124, W.B. **Height:** 5'5", **Complexion**: Dark, **Figure**: Slim , **Identification Marks**: A Cut Mark On Left Forehead, **Dress**: Blue vest, Blue Half Pant, Silver Ear Ring .

Susovan Ghosh, Advocate
District Judges' Court Hooghly

নোটীশ

এতদ্দারা সর্বসাধারণকে জানানো যায় যে **শ্রীমত্যা সীতা দেবী** স্বামী ৺জনার্দ্দন প্রসাদ সিং তাহার পুত্র **পিযুষ সিং** পিতা ৺জনার্দ্দন প্রসাদ সিং, আদি সাং -চন্দ্রকোনা রোড, পোঃ- সাতবাঁকুড়া, থানা-গড়বেতা , জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর ,হাল সাং 2 Laxmi Asharam Apartment , Nalanda Colony Khajpura, P.O - BV College, P.S - Shastrinagar, Dist- Patna , State Bihar, Pin- 800014 , মহাশয়কে Book No-4, Deed No -513, Date 09/07/ 2022, D.R. Office, Patna , Gov of Bihar আমমোক্তারনামা মুলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নিম্ন তপশীল সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো কোনো আপত্তি থাকে অত্র নোটিশের ৭দিনের মধ্যে বি,এল,আর,ও গড়বেতা -৩ , মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে। **তপশীল**:- মৌজা-সারবেড়্যা, জে,এল,নং- ৪৬৬ খতিয়ান নং-৩৫৮৩ও ১২৯০, দাগ নং- ১১৮/২২২, ১১৮/২২৪, ১১৮/২২৫, ১১৮/২২৬, ১১৮/২২৭ পরিমান -২২ ডেঃ।

Jayanta Singh, Advocate
Judge Court & Garhbeta Court
Paschim Medinipur
Enrolment No.- F/1787/2008
Mob.- 9153455005, Dt. 28/06/26

নাম-পদবী

আমি **লক্ষ্মী আগরওয়ালা**, স্বামী শংকর লাল আগরওয়ালা, গ্রাম- তেমাথানী, পোস্ট- লুতুনিয়া, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর-এর বাসিন্দা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমি আমার নাম পরিবর্তন করেছি এবং এখন থেকে আমি লক্ষ্মী আগরওয়ালা (Laxmi Agarwala) নামে পরিচিত হব। এই ঘোষণাটি পশ্চিমবঙ্গ নোটারি পাবলিকের সামনে ০২.০৭.২০২৬ তারিখে ২৭ নম্বর হলফনামার (Affidavit) মাধ্যমে করা হয়েছে। লক্ষ্মী আগরওয়ালা (Lakshmi Agarwala) এবং লক্ষ্মী আগরওয়ালা (Laxmi Agarwala) উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

আমি শ্রীমতী মমতা ঘোষ, পিতা- ৺সুকুমার দত্ত, ২৫০৬ নং দলিল বলে ১৩/০৮/২০২৫ তারিখে শ্রীমত্যা অন্নপূর্ণা গুঁই, স্বামী- ৺নিসীত কুমার গুঁই-এর নিকট হইতে শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, পিতা- ৺ননীগোপাল ঘোষ ৩২১ নং আমমোক্তার নামা ২০২৫ সালে প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পর আমি চন্দননগর মৌজার অন্তর্গত এল.আর. ২২১ নং দাগে, এল.আর. খতিয়ান নং. ১৪০, সিট নং. ২১, বাস্তু জমি ১৲ আনায় ০.০৮৩৮ শতক সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করি।
উক্ত আমমোক্তার নামার বিষয়ে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিঙ্গুর খলিসানী (মানকুন্ডু) বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 01/06/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 62 নং এফিডেভিট বলে আমি Aditi Saha (old name), W/o. Sumon Saha & D/o. Rashmohan Pal, R/o. Khalisani Station Road, Chandernagore, Hooghly, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Aditi Saha নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Aditi Pal Saha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Aditi Pal Saha & Aditi Saha & Aditi Pal, W/o. Sumon Saha & D/o. Rashmohan Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 24/06/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 53 নং এফিডেভিট বলে আমি Swati Maji (old name), W/o. Soumen Das, R/o. Bishalaxmitala, Brahminpara, Khalisani, Bhadreswar, Hooghly-712138, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Swati Maji নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Swati Das Maji (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Swati Das Maji & Swati Maji, W/o. Soumen Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 23/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10533 নং এফিডেভিট বলে আমি Bikash Bhowmick S/o. Bhuban Bhowmick ও Bikash Bhowmik S/o. B. C. Bhowmik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/07/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 16044 নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Samsad, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Hamid ও Sk Hamid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 25/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10713 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Saiphuddin ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Raihan Ali ও Sk Rayhan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/03/2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7578 নং এফিডেভিড বলে আমি, Piyali Pramanik, W/o. Late Anirban Bhowmick, D/o. Pannalal Pramanik, R/o. Rabindra Pally, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Arkadeep Bhowmick) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার সঠিক নাম Piyali Pramanik-এর পরিবর্তে Piyali Pramanik (Bhowmick) লিপিবদ্ধ আছে এবং এই এফিডেভিট বলে নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Piyali Pramanik লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Piyali Pramanik ও Piyali Pramanik (Bhowmick) W/o. Late Anirban Bhowmick, D/o. Pannalal Pramanik, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 30/06/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13989 নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Kumar Dholey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biswanath Dholey ও S. N. Dholey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 02/07/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 16085 নং এফিডেভিট বলে আমি Narayan Chandra Nandy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nikunja Lal nandy ও LT SH NL NANDY সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 28/11/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 16210 নং এফিডেভিট বলে আমি Amio Kumar Ghosh S/o. Late Ajit Kumar Ghosh ও Amio Ghosh S/o. Lt. A Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মহ নাসিরুদ্দিন গাজি,** পিতা **মইয়ুদ্দিন গাজি,** নিবাস -ঘোনা, পো -গোত্রা, থানা -বসিরহাট, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ২৯১০/১৯৮৮,** রেজিস্ট্রিকৃত **এডিএসআর বসিরহাট, ০৯.০৬.২০২৬ তারিখে,** গোত্রা থেকে বসিরহাট যাওয়ার সময়ে হারিয়ে ফেলেন, এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে **বসিরহাট থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ২২৬৭ তারিখ ২৯.০৬.২০২৬** দায়ের করেন।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে কোনও দাবি থাকলে বা উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে ৭ **দিনের** মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেলা : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে,
১)শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ, পিতা ৺পঞ্চুচরন ঘোষ, ২)শ্রীমতী মলিনা লাহা (ঘোষ), স্বামী মথুরা লাহা, ৩)শ্রীমতী গীতারানী মন্ডল, স্বামী বিশ্বনাথ মন্ডল, ৪)শ্রীমতী বাসন্তী ঘোষ, পিতা ৺পঞ্চুচরন ঘোষ, ৫)শ্রীমতী চায়না ঘোষ, পিতা ৺পঞ্চুচরন ঘোষ, ৬)শ্রীমতী চাঁপা ঘোষ, স্বামী প্রবীর ঘোষ, ৭)শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষ, পিতা ৺পঞ্চুচরন ঘোষ, ৮)শ্রীমতী গঙ্গা ঘোষ, স্বামী লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, ৯)শ্রীমতী ইন্দু ঘোষ, স্বামী সুনীল ঘোষ, ১০)শ্রীমতী রুনু ঘোষ, স্বামী বিমল ঘোষ, সাকিম - ১, ৩-৭ ও ৯নং এর অমরপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, ২নং এর দুর্গাগ্রাম, বাঁধমুড়া, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১৫০, ৮নং এর নোয়াপাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২১৩৮ ও ১০নং এর গর্জি জয়পাড়া, বিঘাটি, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/১২/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12397/2021 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মিঠু কীর্ত্তনিয়া** পিতা শ্রী উপেন কীর্ত্তনিয়া সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা অমরপুর, ৭৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৯/১, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩ ও ৭৩৪ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫১৩ নং দাগে, কলাবাগান সম্পত্তি ষোল আনায় ১২৩ শতকের মধ্যে ১)বিগত ইং ১৫/০৪/২০২৪ তারিখে ডি.এস. আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03345/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী চৈতালী বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী বরুন বিশ্বাস, সাকিম কারবালা বেগুনতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে ০২ কাঠা ১৮ বর্গফুট সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-05569/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিক্রম মিস্ত্রী,** পিতা বিবেকানন্দ মিস্ত্রী, সাকিম দেশবন্ধুপল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ০২ কাঠা ১০ ছটাক ৩৬ বর্গফুট সম্পত্তি, এবং ৩)বিগত ইং ১৭/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-14556/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী পিন্টু ওঝা,** পিতা অহিভুষন ওঝা, সাকিম ২নং উত্তরায়ণ, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ২১ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্দারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী চৈতালী বিশ্বাস,** স্বামী শ্রী বরুন বিশ্বাস, **২)শ্রী বিক্রম মিস্ত্রী,** পিতা বিবেকানন্দ মিস্ত্রী এবং **৩)শ্রী পিন্টু ওঝা,** পিতা অহিভুষন ওঝা, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট মহাশয়ের আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।
রেফা:- ২০২৫ সালের ৫৩ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা।
শ্রীমতী নারায়ণী রাও, স্বামী- স্বর্গীয় এনুমুলা রামারাও ওঃ ই. রামারাও সাং; হংসেশ্বরী ২ নং বাইলেন, পোঃ- বাঁশবেড়িয়া, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী। ....**দরখাস্তকারিণী**
এতদ্দারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বর্ণিত অর্থরাশির সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত অত্র আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা লইয়া যদি কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমা অত্র আদালত কর্তৃক এক তরফা শুনানী করা হইবে। **তপশীল** :- প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট/ আই.পি. নং- ১০০১৯২৫৯৪৭২৮-এর পরিমাণ ৩,৫৬,৩০২.০০/- টাকা এবং গ্র্যাচুইটি ৭৭,৮৩৯.০০/- টাকা, ই.কেশো.রাও -এর নামে, যার জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৬৯, ঠিকানা- হংসেশ্বরী ২ নং বাইলেন, পি.ও.- বাঁশবেড়িয়া, পি.এস.- মগরা, জেলা- হুগলি, পিন-৭১২৫০২, পশ্চিমবঙ্গ। যেখানে মৃত ই. কেশো রাও-এর প্রভিডেন্ট ফান্ডে মোট জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৪,৩৪,১৪১.০০/- টাকা (প্রায়) অথবা এর ওপর অর্জিত যেকোনো সুদ বা অর্থ।
দরখাস্তকারিণী তরফে নিযুক্তীয় উকিলবাবু তপন গায়েন (উকিলবাবু), WB 821/04
ফোন নং- ৮৬১৭৭৭৬৯২০
আদেশানুসারে,
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট মহাশয়ের আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা জুলাই। ১৮ই আষাঢ়। শুক্র বার। তৃতীয়া তিথি । জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নবান্নে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

মগরাহাটে ভোট-পরবর্তী হিংসায় নিহত বিজেপি প্রার্থীর বিচার অধরা

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সরব পরিবার

দেবাশিস দে

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন-পরবর্তী হিংসার সেই রক্তক্ষয়ী স্মৃতি আজও তাড়া করে বেরোচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের ইয়ারপুর গ্রামকে। নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও, তৎকালীন বিজেপি প্রার্থী প্রয়াত মানস সাহার (ধূর্জটি সাহা) নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আজও দোষীদের শাস্তি অধরাই রয়ে গেছে। এই নিয়ে জেলা পুলিশ প্রশাসনের চরম নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এবার ক্ষোভে ফেটে পড়লেন নিহতের কন্যা সাথী সাহা। সম্প্রতি বিধানসভায় গুন্ডা দমন বিল নিয়ে আলোচনার সময় তৎকালীন বিরোধী দলনেতা তথা বর্তমান বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মগরাহাটের এই মর্মান্তিক ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকাশ্য ঘোষণার পরেও জেলা পুলিশ অপরাধীদের শাস্তির বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোনো উদ্যোগ বা তদন্তের সদিচ্ছা দেখায়নি বলে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন সাথীদেবী। তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে বারবার তাঁর পিতার নির্মম খুনের বিষয়টিতে সরব হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী আজ পর্যন্ত দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কোনো শাস্তির বিধান করতে পারল না।

এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সূত্রপাত ২০২১ সালের ২ মে, ভোট গণনার দিন। অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার উইমেন্স কলেজের গণনা কেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদ বাহিনীর হাতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাঁচাতে গিয়ে তৃণমূলের একাধিক হেভিওয়েট নেতার চক্রান্তে নৃশংসভাবে আক্রান্ত হন বিজেপি প্রার্থী মানস সাহা। মাথায় মারাত্মক চোট পাওয়ায় কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেসে তাঁর মাথায় একাধিক অস্ত্রোপচার করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি; ওই বছরের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপরই শুরু হয় আরেক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়, যা নিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারী বারবার সরব হয়েছিলেন এবং মানস সাহার বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারকে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, বাবার মৃত্যুর পর ঠাকুরপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ অফিসাররা সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে একটি আগে থেকে হাতে লেখা বয়ানে আক্রান্ত প্রার্থীর কন্যা সাথী সাহার স্বাক্ষর করিয়ে নেন। পরবর্তীতে ময়নাতদন্ত শেষে দেখা যায়, সেই অভিযোগে মূল অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাদের নাম সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ঘটনাটিকে কেবল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ চিকিৎসায় গাফিলতির মামলায় রূপ দেওয়া হয়েছে, এমনকী ঘটনার আসল তারিখ ২ মে, ২০২১-র পরিবর্তে ভুলভাবে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ লিখে কারচুপি করা হয়েছে। নির্বাচন-পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসার এই চূড়ান্ত নিদর্শনকে ধামাচাপা দেওয়ার এবং পুলিশ ও অপরাধী চক্রের এই যোগসাজশের বিরুদ্ধেই শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমানে তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের আসনে বসার পর বিধানসভার অলিন্দে এই খুনের প্রসঙ্গটি নতুন করে উত্থাপন করায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই অনমনীয় মনোভাবের পরেও নিচুতলার জেলা পুলিশ প্রশাসনের এই মন্থর গতি ও উদাসীনতা নিহতের পরিবারের মনে ক্ষোভ আর হতাশার জন্ম দিয়েছে, যা মগরাহাটের রাজনৈতিক সমীকরণকে নতুন করে উত্তপ্ত করে তুলছে।

মাউন্ট শীতিধার জয়ের স্বীকৃতি

উত্তর হাওড়ার তরুণ পর্বতারোহী আকাশ দাসকে সংবর্ধনা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হিমালয়ের পীর পাঞ্জাল পর্বতমালার ১৭,৩৬৯ ফুট উঁচু মাউন্ট শীতি ধার শৃঙ্গে সফল ট্রেক সম্পন্ন করে নজির গড়েছেন উত্তর হাওড়ার তরুণ পর্বতারোহী আকাশ দাস। তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসদীয় বিষয়ক এবং নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রায়।

উত্তর হাওড়া বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা আকাশ দাস মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব কৃষ্ণনগরের সদস্য। ১২ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে মাত্র তিনদিনে তিনি কঠিন এই ট্রেক সম্পূর্ণ করেন। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য মন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এদিন উমেশ রায় আকাশের হাতে অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামের মূর্তির একটি প্রতিরূপ তুলে দেন এবং তাঁর আগামী জীবনের সাফল্য কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, আকাশ দাসের এই সাফল্য শুধু তাঁর ব্যক্তিগত অর্জন নয়, গোটা উত্তর হাওড়ার গর্ব। তিনি আরও বলেন, আকাশের এই সাফল্য উত্তর হাওড়ার যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করবে।

জনবিচ্ছিন্নতা কাটেনি, শূন্য থেকে এক, তবু শূন্যতাই সঙ্গী, আত্মসমালোচনায় ব্যস্ত সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকার পর সদ্য সমাপ্ত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে একটি আসন পেলেও মানুষের সঙ্গে দলের দূরত্ব কমেনি বলেই কার্যত স্বীকার করল রাজ্য সিপিএম। দলের সাপ্তাহিক মুখ পত্রে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হলেও তা রাজ্যবাসীর মনে কোনোভাবেই দাগ কাটেনি।

ওই মুখপত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, কোনও একক নেতা বা ব্যক্তিকে সামনে রেখে জনবিচ্ছিন্নতা বা শ্রেণিবিচ্ছিন্নতা দূর করা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা থাকলেও শুধু ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতি করে সংগঠনকে শক্তিশালী করা যায় না। প্রকাশিত নিবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, জনবিচ্ছিন্নতা কাটানোর লক্ষে যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল, তা ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। সাংগঠনিক নজরদারিতেও ঘাটতি ছিল। ফলে মানুষের সঙ্গে সংগঠনের সম্পর্ক প্রত্যাশিতভাবে মজবুত করা সম্ভব হয়নি বলে দল মনে করছে।

প্রায় এক দশক আগে গৃহীত সাংগঠনিক কর্মসূচির পূর্ণ বাস্তবায়ন এখ নও হয়নি বলেও মুখপত্রে স্বীকারোক্তি রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই দুর্বলতা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। মানুষের পাশে ধারাবাহিকভাবে থেকে তাঁদের আস্থা অর্জন করতে হবে। এই লক্ষেই শাখা সংগঠন ও গণসংগঠনগুলিকে আরও সক্রিয় করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, উপরতলার নেতৃত্বের আরও নিবিড় সাংগঠনিক তদারকির প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেছে দল। মুখপত্রে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গও তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আরএসএস-সহ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি সাংগঠনিক বিস্তারের চেষ্টা করবে। তাই মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলে রাজনৈতিক লড়াই আরও জোরদার করার উপর গুরুত্ব দেওয়ার বার্তা দিয়েছে সিপিএম। যদিও দলের অভ্যন্তরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন প্রশ্ন উঠছে, দলকে ডোবাচ্ছে কোনটা? নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবার অভ্যাস? সব বিষয়ে শেষ কথা বলার রাজনীতি? নাকি দেশের সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতিকে ধারাবাহিক অবজ্ঞা করার পুরনো রোগ? মুখপত্র বলছে, এই দুর্বলতা রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। মানুষের পাশে ধারাবাহিকভাবে থেকে তাঁদের আস্থা অর্জন করতে হয়।

শূন্যের গেরো কেটেছে, কিন্তু ভোটবাক্স বলছে জনতা এখনও দরজা খোলেনি। আত্মসমালোচনার খাতা খুলেছে ঠিকই, তবে সেই খাতায় নতুন অঙ্ক কষার লোক কই? ব্যক্তি লাগবে, অথচ ব্যক্তিপ্রচার চলবে না। শাখা চাই, অথচ শাখায় লোক নেই। সর্বজ্ঞানী ভাবমূর্তি ছাড়তে হবে, অথচ সর্বহারার পার্টি সর্বজ্ঞ না হলে চলবে কেন, এই গোলকধাঁধাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে আলিমুদ্দিন।

রবিবার ১২ ঘণ্টা বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু, বিকল্প পথে চলবে যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আগামী ৫ জুলাই, রবিবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। জরুরি রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স (এইচআরবিসি)। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে ট্রাফিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা-হাওড়া সিটি পুলিশ। এই কাজের জন্য ওই ১২ ঘণ্টা সেতুর মূল অংশের পাশাপাশি সমস্ত র‍্যাম্প দিয়েও কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারবে না বলেই পুলিশ সূত্রে জানান হয়েছে।

সেতুর নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে সেতুর, হোল্ড ডাউন কেবল এবং গুরুত্বপূর্ণ বেয়ারিং বদলের কাজ হবে। এই ধরনের কাজ চলাকালীন সেতুর উপর যানবাহনের চাপ বা কম্পন ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই সম্পূর্ণভাবে যান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে একাধিক বিকল্প রুট ঠিক করা হয়েছে। ওই দিন এজেসি বোস রোড, কে পি রোড এবং খিদিরপুর-সিজিয়ার রোড থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে আসা গাড়িগুলিকে হেস্টিংস হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ও হাওড়া ব্রিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে কোনা বা কে পি রোডের ওয়াই-প্যাটেল র‍্যাম্প দিয়ে সেতুতে ওঠার পরিবর্তে ১১ ফার্লং গেট হয়ে বিকল্প পথে যানবাহন চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বক্তব্য, বিকল্প রুটে অতিরিক্ত চাপ তৈরি হলে পরিস্থিতি অনুযায়ী শহরের অন্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতেও ট্রাফিক ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে। কাজ শেষ হওয়ার পর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ৫ জুলাই সন্ধ্যা ৬টার পর আবার স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু করা হবে বলেই জানান হয়েছে।

শিয়ালদহ-বারাসাতে নতুন এসি লোকাল-সহ চালু একগুচ্ছ ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: আগামী ৬ জুলাই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবসের দিন থেকে শিয়ালদহ বিভাগে যাত্রীদের জন্য একাধিক নতুন ও সম্প্রসারিত লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু করতে চলেছে পূর্বরেল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শিয়ালদহ-বারাসাত রুটে নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ইএমইউ লোকাল বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল। পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর, হাসনাবাদ, কৃষ্ণনগর এবং সার্কুলার লাইনের বিভিন্ন পরিষেবাতেও বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহ বিভাগের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানান, দৈনন্দিন যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবেই এই পরিষেবাগুলি চালু করা হচ্ছে। ব্যস্ত সময়ে ভিড় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে মেট্রোর সঙ্গে রেল যোগাযোগও আরও সহজ হবে।

নতুন এসি ইএমইউ লোকালটি প্রতিদিন সকাল ১০টা ৩৩ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে বারাসাতের উদ্দেশে ছাড়বে। ফিরতি ট্রেন বারাসাত থেকে সকাল ১১টা ২৯ মিনিটে রওনা দেবে। ট্রেনটি তার যাত্রা পথে বিধাননগর রোড, দমদম জংশন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বিরাটি ও মধ্যমগ্রাম স্টেশনে দাঁড়াবে।

মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার জন্য ৩৩৩১৯ বারাসাত-হাসনাবাদ লোকালের সূচিতেও পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেনটি আর বারাসাত থেকে নয়, বিকেল ৫টা ২৪ মিনিটে দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়বে। ফলে মেট্রো থেকে নেমেই যাত্রীরা সরাসরি হাসনাবাদের ট্রেন ধরতে পারবেন। এছাড়া ডায়মন্ড হারবার শাখায় দু'টি নতুন ট্রেন যুক্ত হচ্ছে এবং কয়েকটি বিশেষ ট্রেনকে নিয়মিত পরিষেবায় আনা হচ্ছে। ক্যানিং শাখায় একটি লোকালের গন্তব্য বাড়িয়ে ক্যানিং পর্যন্ত করা হয়েছে, পাশাপাশি নতুন একটি ক্যানিং-সোনারপুর লোকাল চালু হচ্ছে। লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় শিয়ালদহ -বারুইপুর লোকাল এবার লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত যাবে।

একইভাবে উত্তর শাখাতেও একাধিক পরিবর্তন হয়েছে। শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকাল পরীক্ষামূলকভাবে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। কৃষ্ণনগর থেকে নতুন ভোরের লোকাল চালুর পাশাপাশি আমঘাটা পর্যন্ত পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং নতুন আমঘাটা-কৃষ্ণনগর লোকালও চালু করা হচ্ছে।

এছাড়াও সার্কুলার লাইনের ট্রেন চলাচলেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকাতা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম নির্দিষ্ট সময় দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য ব্যবহার করা হবে। সেই কারণে কয়েকটি শহরতলির ট্রেনের সূচনা ও গন্তব্য স্টেশন পরিবর্তন করা হয়েছে এবং মাঝেরহাট-টালা-সহ বিভিন্ন রুটে নতুন পরিষেবা চালু করা হচ্ছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

Ekdin_Page_3_03072026_Layout 1 7/2/2026 9:02 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩ জুলাই ২০২৬, ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার

৩-৬ জুলাই খোলা চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার থাকছে না কোনও নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের কাজের জন্য ৩ থেকে ৬ জুলাই চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা আপাতত কার্যকর হচ্ছে না, বৃহস্পতিবার এমনটাই জানান হল রাজ্য প্রশাসন সূত্রে। প্রশাসনিক কারণে আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করেছে কলকাতা পুলিশ। এর জেরে ওই চারদিন ফ্লাইওভারে স্বাভাবিকভাবেই যান চলাচল চলবে বলেই জানান হয়েছে কলকাতা পুলিশ সূত্রে।

যদিও এর আগে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, মেট্রোর নির্মাণকাজের স্বার্থে দু'দফায় ফ্লাইওভার বন্ধ রাখা হবে। প্রথম দফায় ২৬ জুন রাত ৮টা থেকে ২৯ জুন সকাল ৮টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ ছিল এবং সেই সময়ের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত ফ্লাইওভার বন্ধ রাখার পরিকল্পনা ছিল।

তবে শেষ মুহূর্তে প্রশাসনিক কারণে সেই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। পুলিশের নতুন বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩ থেকে ৬ জুলাই ফ্লাইওভার খোলা থাকবে এবং যান চলাচলে কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকছে না। এর ফলে প্রতিদিন এই পথ ব্যবহার করা যাত্রীদের বড় স্বস্তি মিলেছে।

চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। আগে দীর্ঘদিন অনুমতি না মেলায় কাজ আটকে থাকলেও পরে জট কাটিয়ে দ্রুতগতিতে নির্মাণকাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে দু'দফায় মেট্রো লাইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জোড়ার বেশিরভাগ কাজ শেষ হয়েছে। এদিকে, প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে চিংড়িঘাটা মোড়ের পূর্ব দিকে কয়েকটি পিলারের মধ্যে কংক্রিট ডেক বসানোর সময় যানবাহন চলাচল সচল রাখতে বিকল্প হিসেবে প্রায় ৬০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। সল্টলেক বাইপাস সংলগ্ন খালের ধারে সেই রাস্তা নির্মাণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবিষয়ে কলকাতা পুলিশ ও আরভিএনএল ইতিমধ্যেই যৌথভাবে এলাকা পরিদর্শন করেছে।

এসআইআরে নাম বাদ পড়ায় মিলছে না সরকারি প্রকল্পের সুবিধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআরে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রেশন ও অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা। ফলে পাচ্ছেন না কোনও টাকা। যা নিয়ে এবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। আদালত সূত্রে খবর, এই ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ খেতমজদুর সমিতির তরফে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী ২১ জুলাইয়ের মধ্যে এ নিয়ে রাজ্যের কী বক্তব্য, তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলাকারী সংগঠনের বক্তব্য, রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, এসআইআরের তথ্যের ভিত্তিতে কারা রেশন ও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন তা নির্ধারিত হবে। মামলাকারীদের আশঙ্কা, রাজ্যের প্রান্তিক, সাধারণ ও খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, মহিলারা এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। ভারতের ২০১৩ সালের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী প্রত্যেকেই স্বল্পমূল্যে খাদ্য পেতে পারেন। ফলে রাজ্য সরকারের আনা এই বিজ্ঞপ্তি তার পরিপন্থী বলে দাবি তাঁদের।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র আদালতে জানান, 'এটা অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন। এসআইআর প্রক্রিয়ায় কাদের নাম ডিলিট হয়েছে, কারা অন্নপূর্ণা যোজনা এবং রেশন পাচ্ছেন না, এই বিষয়গুলি অনুসন্ধান করার পর এ বিষয়ে রাজ্য কী পদক্ষেপ করছে, আদালতে তা জানানো হবে।'

জল গড়াল আদালতে

প্রসঙ্গত, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় মোট প্রায় ৯১ লক্ষের বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে, মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট, বা অমীমাংসিত ভোটাররা। এছাড়াও লজিক্যাল ডিক্রেপেন্সির নামে ঝুলে রয়েছে প্রায় ২৭ লক্ষের নাম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালে আবেদনকারীরা সুযোগ, সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু যাঁদের নাম তালিকা থেকে পুরোপুরি বাদ গিয়েছে তাঁরা সরকারি সুবিধা পাচ্ছে না বলেই দাবি। তাঁদের অধিকার নিয়ে মামলা হল হাইকোর্টে।

টালা প্রত্যয়ের পুজো ঘিরে একগুচ্ছ অভিযোগ কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় পুজো টালা প্রত্যয়ের পুজো ঘিরে সামনে এল এবার একগুচ্ছ অভিযোগ। এই পুজোকে আইনিভাবে জায়গা দখল করে বছরের পর বছর পুজো হচ্ছে বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিলেন বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। এবার সেই পুজোর অন্যতম কর্ণধার ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক। উদ্যোক্তা ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভ ও টালা প্রত্যয় দুর্গাপুজো কমিটির সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি সরকারি খেলার মাঠ বেআইনিভাবে ব্যবহার ও দখল করার অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে টালা পার্ক প্রত্যয় প্রায় ২ বিঘা জমি, যা টালার জিমখানা মাঠের অংশ ও কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি, তা দখল করে রাখা হয়েছে। এই জমির প্রায় ২০০ ফুট সীমানা পাঁচিল ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রায় ৮০ ফুট লোহার গেট ও গ্রিল, যা কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি, তা ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ। অভিযোগ, শুধু জমি দখলই নয়, ' টালা পার্ক অ্যাসোসিয়েশন'-এর নামে সিইএসসি-এর বিদ্যুৎ সংযোগও নেওয়া হয়েছে। এই জমিটি আগে কলকাতা পুরসভা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে বরাদ্দ দিয়েছিল বলে অভিযোগ। এদিকে এলাকার বাসিন্দারাও জানান, সারা বছর মাঠের বিভিন্ন অংশে নির্মাণ কাজ চলে। তাই বিভিন্ন সামগ্রী রেখে দেওয়াও হয় মণ্ডপ এলাকায়। সঙ্গে চলে কাজকর্মও। ফলে মাঠ সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারে না। অভিযোগ, মাঠের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের আচরণের কারণে অনেক সাধারণ মানুষ মাঠ ব্যবহার করতে ভয় বা অস্বস্তিও বোধ করেন। আর এই ঘটনাতেই ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩২৯ ধারা অর্থাৎ বেআইনি অনুপ্রবেশ, ২৭০ ধারা অর্থাৎ জনসাধারণের উপদ্রব, ৩২৪ ধারা অর্থাৎ সম্পত্তির ক্ষতি বা অপব্যবহার, ১১১ ধারা অর্থাৎ সংঘবদ্ধ অপরাধের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই বিষয়ে টালা প্রত্যয় কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মধ্যমগ্রাম রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেল ও অন্যান্য সরকারি জমি ব্যবহার করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ তুলে গত কয়েকদিনে শহর তথা রাজ্যের একাধিক জায়গায় হকার উচ্ছেদের ঘটনা ঘটেছে। বেআইনিভাবে ব্যবসা করার অভিযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে হকারদের। বালিগঞ্জ, বামনগাছি, বারুইপুর, ডানকুনির মতো একাধিক জায়গার হকার উচ্ছেদ নিয়ে আগেই মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। আর এবার মধ্যমগ্রাম রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট।

আদালত সূত্রে খবর, যাঁরা মামলা করেছেন, শুধুমাত্র তাঁদের উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। এদিকে বৃহস্পতিবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্য ডিভিশন বেঞ্চে সেই মামলা উঠলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আপাতত ওই স্টেশনের সবার জন্যই স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হবে। আদালতের তরফে এও জানানো হয়েছে, পরবর্তী শুনানির আগে পর্যন্ত লাগু থাকবে এই নির্দেশ।

এই প্রসঙ্গে রেলের আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী দাবি করেন, হকার উচ্ছেদ করতে কোনও নোটিস লাগে না। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য জানান, 'কিন্তু আপনারা নোটিস দিয়েছেন। কোন কাঠামো উচ্ছেদ করা হবে, সেটা বলুন। নাহলে নোটিস খারিজ করব।'

এর পাশাপাশি কারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত, কারা নয়, কাদের কাচা কাঠামো, কাদের পাকা কাঠামো রয়েছে, সেগুলি ভাগ করা হয়েছে কি না, রেলের কাছে জানতে চান বিচারপতি। এরই প্রেক্ষিতে রেলের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, যে ১৩ জন আদালতে এসেছে, তাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে, তাহলে এখন সবার জন্য অর্ডার দেওয়ার কথা কেন বলা হচ্ছে? সঙ্গে এও জানান, যত হকার আছে সবাইয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া অসম্ভব বলে দাবি করেন তিনি।

বিচারপতি বলেন, 'আপনারা কাদের নোটিসের মধ্যে আনছেন? যদি বলেন আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে নোটিস দেবেন না, তাহলে একইসঙ্গে হকাররাও একইভাবে ওই স্থগিতাদেশ পাবেন।' এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এর আগে হকার সংক্রান্ত অপর একটি মামলায় হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, রেলকে উচ্ছেদের আগে বিকল্প জায়গা বেছে দিতে হবে।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-সহ জেটিয়ার প্রাক্তন প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের জেটিয়ায় সজলধারা জল প্রকল্পে টাকা তছরুপ-সহ সরকারি খাস জমি লুঠের অভিযোগে ধৃত ব্যারাকপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মিলন ঘোষ। এছাড়া জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান কানু সরকার, সুমন্ত ঘোষ-সহ তৃণমূল কর্মী সুমন আতর্থি পুলিশের জালে। ধৃতদের জেটিয়া থানা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় চোর চোর স্লোগান তোলেন ক্ষুব্ধ জনতা। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করতে চায়। বিজেপি নেতা স্বপন কুমার নিয়োগী দাবি করেন, ধৃত মিলন ঘোষ ব্লক সভাপতি থাকাকালীন লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। উনি একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, উনি পঞ্চায়েতেও দুর্নীতি করেছেন। বিজেপি নেতার সাফ বক্তব্য, বিগত পঞ্চায়েত বোর্ডে যারা ছিলেন, তাঁরা সকলেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এই বিষয়ে প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত।

তিনবছর ধরে বেতন না মেলায় বন্দিপুর পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ডেটা এন্ট্রি, বাড়ি বাড়ি সার্ভে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি এবং ডিজিটাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য মূলত গ্রাম পঞ্চায়েতে ইনফরমেশন টেকনোলজি কমিউনিটি রিসোর্স পার্সন অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রদায় সহায়ক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এমনই প্রশিক্ষিত প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নয়জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। অভিযোগ, এঁরা তিনবছর ধরে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বিনা পরিশ্রমিকে। নিয়মিত মাসিক বেতনের দাবিতে গত ১৫ জুন তাঁরা ব্যারাকপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সদুত্তর মেলেনি। বাধ্য হয়ে তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রদায় সহায়ক কর্মীরা বৃহস্পতিবার বন্দিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে রুবিনা পারভিন জানান, তিনবছর ধরে তারা পঞ্চায়েতের অধীনে তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রদায় সহায়ক হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু তাঁদের মাসিক বেতন নেই। মাঝে মধ্যে সামান্য কিছু অর্থ প্রদান করা হয়েছে। নিয়মিত মাসিক বেতনের দাবিতে তাঁরা বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই তাঁরা এদিন বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। আরেক তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রদায় সহায়ক কর্মী সালমা বিবি বলেন, তিন বছর ধরে তাঁরা বিনা পরিশ্রমিকে কাজ করছেন। তাঁদের নেই কোনও পরিচয়পত্র। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের আবেদন, নিয়মিত মাসিক বেতন প্রদান করা হোক।

দুর্গাপুজো ও রথে ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্লুপ্রিন্ট তৈরির নির্দেশ নগরপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আর মাস তিনেক বাদেই দুর্গাপুজো। যে পুজোকে ঘিরে মাতবেন আপামর বঙ্গবাসী। আর বিজেপি রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রথম পুজো এবছর। ফলে প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু করে দিতে চাইছে লালবাজারও। শুধু দুর্গাপুজো নয়, এদিকে সামনে রয়েছে রথযাত্রাও। আর সেই কারণেই রথ আর দুর্গাপুজো চলাকালীন নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি ভিড় নিয়ন্ত্রণে ব্লুপ্রিন্ট তৈরির নির্দেশ কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দের। কলকাতা পুলিশের লক্ষ্য, উৎসবের মরশুমে শহরে নির্বিঘ্ন আইন-শৃঙ্খলা ও যান চলাচল বজায় রাখা।

বৃহস্পতিবার সব ওসি ও ডিভিশনের ডিসিদের নিয়ে পুজো কমিটিগুলির ভার্চুয়াল বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। এলাকাভিত্তিক সব পুজো কমিটির তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়।

একইসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে পুজো কমিটিতে নেতৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ বদল হয়েছে কি না তাও।

টানা সাতদিন বৃষ্টির দাপট চলবে দক্ষিণবঙ্গে, জানাল আলিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই টানা সাতদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, সপ্তাহের মাঝামাঝি, অর্থাৎ ৪ জুলাই থেকে ৬ জুলাইয়ের মধ্যে বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে। সঙ্গে বইতে পারে ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৫৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়াও।

আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতায় আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বর্ষা আরও কিছুটা সক্রিয় হবে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলক বাড়তে পারে। এরপর সপ্তাহ শেষে এবং সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার সবচেয়ে 'অ্যাক্টিভ' বা সক্রিয় রূপ দেখা যাবে। এই তিনদিনে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, জেলাভেদে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার, এমনকী কিছু জায়গায় ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে, যা সর্বোচ্চ ৫৫ কিমি প্রতি ঘণ্টা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। এই একটানা বৃষ্টির জেরে কলকাতার নিচু এলাকা এবং গ্রামীণ অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় জল জমা বা সাময়িক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে।

কলকাতাবাসীর জন্য আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস প্রায় প্রতিদিনই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। তবে ৪, ৫ এবং ৬ জুলাই তিলোত্তমায় প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার কারণে অফিস টাইমে যানজট এবং জল জমার সমস্যায় পড়তে পারেন নিত্যযাত্রীরা।

৭, ৮ এবং ৯ জুলাইতেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির দাপট পুরোপুরি কমছে না। ভারী বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত জারি থাকবে সপ্তাহজুড়েই। স্থলভাগের পাশাপাশি সমুদ্রের জন্যও সতর্কতা জারি করেছে। ২ জুলাই থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশা উপকূল সংলগ্ন সমুদ্রে ঘণ্টায় ৩৫-৪৫ কিমি বেগে হাওয়া বইতে পারে, যা সর্বোচ্চ ৫৫ কিমি ছুঁতে পারে। তাই এই সময়ে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আর সাধারণ মানুষের জন্য সতর্কতা স্বরূপ জানানো হয়েছে, বজ্রপাতের সময় খোলা মাঠে বা বড় গাছের নিচে আশ্রয় না নিতে।

অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে ওয়াপসি দেবরাজের, এরপরই বৃদ্ধি প্রভাব-প্রতিপত্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রক্ষাকবচ খারিজের এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরুলিয়া-ঝাড়খণ্ড সীমানা থেকে গ্রেপ্তার বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী। তোলাবাজি-হিংসা মামলায় বেঙ্গল এসটিএফের জালে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ এই তৃণমূল নেতা। এদিকে সূত্রে খব, দেবরাজ চক্রবর্তী উত্তর ২৪ পরগনার যুব সভাপতি ছাড়াও রাজারহাট, নিউটাউন, বাগুইআটি এলাকায় কার্যত একটা চক্রবর্তী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এলাকার প্রোমোটারদের হুমকি দেওয়া, তোলাবাজি, টাকা তোলার একাধিক অভিযোগ উঠতে থাকে। সব থেকে বড় উদাহরণ, রাজ্যে এসআইআরের সময়ে দেবরাজের ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। যাতে মৃতদের নাম তালিকায় তোলা হয়। এই সব ঘটনায় এলাকার মানুষ দেবরাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধও। সঙ্গে দেবরাজের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ, তাঁর আয় বহির্ভূত প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে।

পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়ক হিসাবেই দেবরাজের উত্থান। এদিকে ২০১৩ সালে বিধাননগর পুরনিগম এলাকায় একটি উপনির্বাচন হয়েছিল। তখন টিকিট চেয়ে পূর্ণেন্দু বসুর কাছে দরবার করেছিলেন দেবরাজ। পরবর্তী ক্ষেত্রে ২০১৫ সালে রাজারহাট-গোপালপুর ঢুকে যায় বিধাননগর পুরসভার মধ্যে। সেই সময় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিট চাইলেও মেলেনি। সেই সময় টিকিট না পেয়ে দল ছেড়ে দেন, যোগ দেন কংগ্রেসে। সেই সঙ্গে ছেড়ে দেন পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়কের কাজও। এরপর বিধাননগরে ভোটে দাঁড়ানোকে কেন্দ্র করে তৎকালীন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ও তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের সঙ্গে দেবরাজের বিবাদ চরমে ওঠে। জানা যায়, সেই বিবাদের জেরেই তৃণমূলের টিকিট পাননি তিনি।

২০১৫ সালে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরেন দেবরাজ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর হাত থেকে দেবরাজ তুলে নেন কংগ্রেসের পতাকা। এরপর বিধাননগর পুরনিগম এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি। ভোটের দিনই দেবরাজকে গ্রেপ্তার করেছিল বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ। বন্দি অবস্থায় তাঁকে ভোটে লড়তে হয়েছিল। ভোটে জিতে বিধাননগরের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এই যুবনেতা। এরপর জামিনে মুক্ত হয়ে কাউন্সিলর হিসাবে শপথ নেন তিনি।

দ্বিতীয় দফায় দেবরাজ তৃণমূলে এলেন স্বমহিমায়। তাঁর মাথায় তখন হাত রেখেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৫ সালে তৃণমূলে ভবনে এসে তৃণমূলের তৎকালীন যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে পতাকা হাতে তুলে নেন। এরপরেই রাজারহাট গোপালপুর কেন্দ্র থেকে পূর্ণেন্দু বসুকে সরিয়ে তৃণমূল দেবরাজের স্ত্রীকে টিকিট দেওয়া হয় ২০২১ সালে। তৃণমূলের অন্দরে বলা হয়, অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ইচ্ছাতেই এই টিকিট।

এরপর ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিধাননগর পুরনিগমের ভোটে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়ে মেয়র পারিষদ হন দেবরাজ। 'ভোট-পরবর্তী হিংসায়' প্রসেনজিৎ দাস নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। বাড়ির বাইরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি বিজেপি কর্মী ছিলেন বলে দাবি করা হয়েছিল সেই সময়। এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

২০২২ সালে সেই তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করে দেবরাজ চক্রবর্তীকে। এরপর ২০২৩ সালে নভেম্বর মাসে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিধাননগর পুরনিগমের সাত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় সিবিআই। ততদিনে দৃশ্যত শান্ত-নম্র স্বভাবের দেবরাজ যুবদের মধ্যে ক্রমশই জনপ্রিয় হতে শুরু করেছেন। দেবরাজকে কেউ কখনও রাগতে দেখেছেন বলে মনে করতে পারেন না। সারাক্ষণই হাসি লেগে থাকে তাঁর মুখে। সংগঠন করতে দেখা গিয়েছে ছক কষে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করেছেন সমান্তরাল ভাবে। জেলার যুব সংগঠনে দেবরাজের ভূমিকা অভিষেকের ঘনিষ্ঠবৃত্তে পৌঁছে দেয় তাঁকে। দলের মধ্যে 'অভিষেকের লোক' বলে পরিচিত হয়ে ওঠেন তিনি। সঙ্গে দেবরাজকে দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নানা দায়িত্ব পালন করতে বলেন অভিষেক। এদিকে আবার সুজিত বসুর হাত ধরেন দেবরাজ।

দেবরাজের স্ত্রী অদিতি মুন্সি এলাকার বিধায়ক থাকলেও এলাকা পরিচালনা করতেন দেবরাজই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই সেবাশ্রয়ের আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন দেবরাজও। সেই মামলাতেও দেবরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন তদন্তকারীরা। রাজ্যের মন্ত্রী অর্জুন সিং অভিযোগ করেছিলেন, অভিষেকের মদতে দেবরাজ উত্তর ২৪ পরগনাতে একাধিক দুর্নীতির জাল বিস্তার করেছিলেন। দেবরাজের বিরুদ্ধে একাধিক মহিলা সংঘঠিত অপরাধেরও অভিযোগ রয়েছে। সে ব্যাপারে দেবরাজের স্ত্রী প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সি কতটা জানতেন, সেটাই জানতে তৎপর তদন্তকারীরা। সেক্ষেত্রে তাঁদেরও মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এর পাশাপাশি নির্বাচনের আগে অদিতি মুন্সি কীভাবে মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন, তা নিয়ে থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। দেবরাজের গ্রেপ্তারির পর এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সম্পত্তির কিছুটা অংশ তো তাঁর নামেও ছিল। বউ ও জানত, স্বামী শুধু চোর নয়, ডাকাত।' উল্লেখ্য, আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন দেবরাজ-অদিতি। চার মাসের সন্তানের কথা ভেবে অদিতিকে আদালত রক্ষাকবচ দিলেও দেবরাজকে দেয়নি।

সম্পাদকীয়

বৈবাহিক সম্পর্কের আইনি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়ানো কঠিন, বার্তা আদালতের

ক্ষ্মআমি বেকার, আমার কোনও আয় নেইক্ষ্ম। এই যুক্তি খাঁড়া করে খোরপোষের দায় থেকে আর রেহাই পাবেন না স্বামীরা।তাঁর স্ত্রী ও নাবালক সন্তানের আইনি দায়িত্ব কোনও ভাবেই এড়াতে পারবেন না কেউ। সম্প্রতি এক বধূ নির্যাতনের মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের এমনই পর্যবেক্ষণ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে বিশেষজ্ঞ মহলে। এই নিয়ে নিম্ন আদালতের রায় খারিজ করে উচ্চ আদালত জানিয়ে দিয়েছে, স্বামী কাজ না করলেও নিজের খরচ নিজেকেই চালাতে হবে এবং স্রেফ বেকার হওয়ার অজুহাতকে ঢাল করে পরিবারকে ভরণপোষণ দেওয়া থেকে ছাড় মিলবে না। ওই মামলার রায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর সন্তানের দেখভালের জন্য প্রতি মাসে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে আদালত। চলতি মাসেই এ সংক্রান্ত রায় দিতে গিয়ে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তাঁর ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। তাই সন্তান যতদিন না সাবালক হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত প্রতি মাসে এই টাকা দিয়ে যেতে হবে। নিম্ন আদালত আগে যুক্তি দিয়েছিল যে ওই মহিলা শিক্ষিত, তাই তাঁর আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই দাবি খারিজ করে উচ্চ আদালত বলেছে, উপার্জন করার যোগ্যতা থাকা, আর বাস্তবে উপার্জন করা, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। স্ত্রী যে নিজের ও সন্তানের খরচ চালানোর মতো যথেষ্ট আয় করছেন, স্বামী তার কোনও প্রমাণ আদালতে দিতে পারেননি। ফলে ওই ব্যক্তিকে নাবালক সন্তান ও স্ত্রীর খরচ বহন করতেই হবে। এর আগে নিম্ন আদালত মামলাটি খারিজ করেছিল এই যুক্তিতে যে, গার্হস্থ্য হিংসা ও পণের দাবিতে অত্যাচারের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন মহিলা। উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের নির্দেশ বাতিল করে নারী ও শিশুর সুরক্ষাকেই অগ্রাধিকার দিল। আদালতের এই অবস্থানে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একবার বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার পর আইনি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়ানোর কোনও সহজ পথ নেই। বর্তমান প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা।

শব্দছক ২০৭

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	৫
	■	৬			■	৭	
৮	৯		■	১০	১১	■	
১২		■	১৩			১৪	■
■	১৫	১৬			■	১৭	১৮
১৯	■	২০		■	২১		
২২	২৩	■	২৪			■	
২৫				■	২৬		

পাশাপাশি: ১. অর্পণ বা স্থাপন ৩. যা ভাবা হয়নি ৬. ওরফে বিলিতি বেগুণ ৯. সত্য বা যথার্থ জ্ঞান ৮. উন্মাদ ১০. চক্র ১২. সর্প ১৩. গোটা দলের এক মত ১৫. যমরাজ ১৭. জন্তু ২০. খাওয়ার উপাদান ২১. শরবত ২৪. লক্ষ্মীদেবী ২৪. দশ দশকের দশগুণ ২৫. শ্রী গণেশ ২৬. ঢেউ

ওপর-নিচ: ১. আলোকের মতো ২. পলতা গাছের ফল ৩. যে অটো চালায় ৪. ব্রাহ্মণ ৫. গাবজাতীয় বৃক্ষ ৯. আকাশ ১১. কামনা অর্থে ছয় রিপুর এক ১৩. যা দাঁতকে বিনষ্ট করে ১৪. সূর্য ১৬. স্থাপন করা ১৮. কবুতর যুগল ১৯. এক ধরণের ফুল ২১. আগুন ২৩. নিষেধ

সমাধান ২০৬ — পাশাপাশি: ১. দুধ ২. শতশত ৪. সব ৬. মতান্তর ৮. দিবস ১০. নল ১১. বন্দুক ১২. বাতাস ১৪. পুটি ১৬. মদ্যপ ২৭. সাবালক ১৯. গতি ২০. পরিবার ২১. চাকি

ওপর-নিচ: ১. দুশমন ২. শবর ৩. শরদিন্দু ৪. সন্ত ৫. তাস ৭. তালবাদ্য ৯. বকফুল ১৩. তাপহারি ১৫. টিকটিকি ১৬. মশা ১৭. সাগর ১৮. বাতি

আজকের দিন

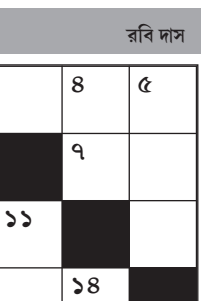

■ **১৮৬৩** — গেটিসবার্গের যুদ্ধের চূড়ান্ত ও চরম মুহূর্তে পিকেটের আক্রমণ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

■ **১৯৬২** — আলজেরিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে

■ **১৯৯৯** — টাইগার হিলের ভয়াবহ যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী অবশেষে চূড়াটি পুনরুদ্ধার করে।

জন্মদিন

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক তিগমাংশু ধুলিয়ার জন্মদিন।*

১৯৮০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হরভজন সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৮৪ *বিশিষ্ট কৌতুকাভিনেত্রী ভারতী সিংয়ের জন্মদিন।*

হরভজন সিং

নীল নিঃস্ব রঙ্গিলা রে নাচ ময়ূরী নাচ রে

সুবীর পাল

রবিঠাকুরের একটি গান খুব মনে পড়ে গেল, ‘চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।... এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে।’ কি অপরূপ রচনা। তোমার আলোয় তোমায় চেয়ে আছি। আহা, কি অপার দৃষ্টি নন্দন সৌন্দর্য। তাই হয়তো কবিগুরু ফের লিখেছিলেন, ‘আমাদের ময়ূর এসে পুচ্ছ নামিয়ে বসে, পাশের রেলিংটির উপর।... ওরই দৃষ্টি দিয়ে দেখলুম আমার এই রচনা। দেখলুম, ময়ূরের চোখের ঔদাসীন্য, সমস্ত নীল আকাশে।’ স্বপ্নময় ময়ূরের ভুবণ ভোলানো দৃশ্য-লাবণ্য বিশ্বকবি সম্রাট যেমন এড়াতে পারেননি, তেমন চিত্রশিল্পী তথা এ বাংলার প্রবাদপ্রতিম কবি পূর্ণেন্দু পত্রীও কি পক্ষী শৈলীর এমন পেখম চারুতাকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন? মোটেও না। তিনিও কলম ধরেছিলেন, ‘একটি ময়ুর তার পেখমের সবটুকু অভ্র ও আবীর দিয়েছে আমাকে।... নীল আয়নায়...আমার গায়ের আঁশ, ক্ষয়, ক্ষতি, ক্ষত, অক্ষমতা সব কিছু রাঙিয়ে দিয়েছে।’

ময়ূর আমাদের রাষ্ট্রের জাতীয় পক্ষীর মর্যাদায় মহীয়ান। প্রকৃতির ঋতু আনাগোনায় বর্ষণ কাল তো ফি বছরের জন্য সাময়িক অধ্যায়ে অবারিতই। আর তারই ছন্দে সৃষ্টিকর্তার এই বিশ্বশালায় সত্য মুখর হয়ে ওঠে শ্রবণ নন্দন সুর, ‘ওগো ময়ূর পেখম তোলো না, তার লজ্জা তোমাতে ঢাকি।’ লজ্জা? কিসের আবার লজ্জা তোমার মন ময়ূর! এটাই তো বিস্ময় স্বতন্ত্রতাময় রঙের যাদুকরী তোমার প্রেম নিবেদনের ময়ূরী মুগ্ধতা। মানুষের চেতনার রঙেও তাই আবালবৃদ্ধবনিতার মধুময় বিভোর বাসর।

যথার্থই বর্ষণঘন বর্ষা আর ময়ূর পেখম নৃত্য, এ যেন আমাদের পরিচিত চরাচরের এক স্বপ্নিল অষ্টম বিস্ময়। এর অবর্ণনীয় শাশ্বত নীল সবুজ আভা সেতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাথাতেও শোভিত আবহমান যুগ থেকে যুগান্তরের অসীমভেদী পরমা রাইয়ের স্বর্গ প্রেমের মুগ্ধতায়। হয়তো তাই অর্জুন সখার মতো ময়ূর পেখম নীল বর্ণের মাদকতায় মুগ্ধ-বিবশ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে পূর্ণেন্দু পত্রীও। যা তাঁদের ময়ূর বন্দনাতেই দিশা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বারেবারে।

উপরিউক্ত লেখ্য ভূমে একটি কথা কিন্তু ভীষণ রকমের নজর কাড়তেই পারে। ময়ূর পেখমে থাকা ছোপ ছোপ নীল বর্ণ কেনই বা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের তকমা খামোকা দাবি করতে পারে? কি এমন হতবাক বিষয় এখানে সংগোপনে লুকিয়ে থাকতে পারে যেখানে এমন প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভ্রমের অধিকার নিয়ে সোচ্চার করে বসতেই পারে ময়ূর পেখম? হ্যাঁ, ঠিকই। প্রকৃতই ময়ূর পেখম প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নগুলোর আস্তিনে লুকিয়ে আছে যে এক আশ্চর্যজনক রহস্যময় রঙের অজানা জগত লীলা। যার নাম ইংরেজি স্ট্রাকচারাল কালারেশন। বাংলায় যাকে বলা হয় কাঠামোগত রঙ। এ এক অদ্ভুত রকমের প্রকৃতির রঙময় ধাঁধা। যা ভুবণের বর্ণ মায়ার স্বতন্ত্র অপটিক্যাল প্রকটলীলা হিসেবে অবশ্যই বিবেচিত। সেই কারণেই হয়তো ময়ূর পেখম হলো রঙ বিহীন হয়েও রঙ সৃষ্টির উপাসক। বাদামি হয়েও নীলের চির উপপাদ্য। এ যেন আদতে রঙ খেলার শৃংখলিত মারীচ হরিণ মনুষ্য চোখের গভীরতম অমৃত মন্থনে।

স্ট্রাকচারাল কালারেশন হলো এমন একটি দৃশ্যমান প্রক্রিয়া, যেখানে কোনও রঙের রঞ্জক বা পিগমেন্ট ছাড়াই, কেবল বস্তুর আণবিক বা ন্যানো স্তরের ভৌত গঠনের কারণে বিশেষ জাতীয় নির্দিষ্ট রঙ প্রতিফলিত হয়। প্রচলিত কৃত্রিম রঙ বা রঞ্জক সাধারণত আলো শোষণ করে ঠিকই। তবে স্ট্রাকচারাল কালারেশনের মাধ্যমে বস্তুর পৃষ্ঠের অতি ক্ষুদ্র গঠনগুলো আলোক রশ্মিকে এমনভাবে বিচ্ছুরিত বা প্রতিসরিত করে, যার ফলে আলোর ভিন্ন অভিযোজন ঘটে এবং এক নির্দিষ্ট নতুন রঙে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ময়ূর পেখমের এই স্ট্রাকচারাল কালারেশন প্রসঙ্গটি সারা বিশ্বের কাছে সর্বপ্রথম উত্থাপন করে সবাইকে চমকে দেন ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক। তারপরে একই বিষয়ে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞান সাধক স্যার আইজ্যাক নিউটন আলোকপাত করলে কাঠামোগত রঙের মান্যতা মনুষ্য দৃশ্যমান আঙ্গিকে প্রবল হয়ে ওঠে। ১৬৬৫ সালে প্রকাশিত রবার্ট হুক তাঁর ‘মাইক্রোগ্রাফিয়া’ বইতে ময়ূরের পালকের ‘কল্পনাপ্রবণ’ নীল রঙের বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লেখেন, ‘এই অপরূপ পাখিটির পালকের অংশগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র পালকের চেয়ে কোনও অংশে কম জমকালো দেখায় না। যেমন খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় যে লেজের প্রতিটি পালকের কাণ্ড বা গোড়া থেকে অসংখ্য পার্শ্বশাখা বেরিয়ে আসে, তেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেই সুতোগুলোর প্রতিটি একটি বড় লম্বা বস্তু হিসেবে প্রতীয়মান হয়। যা অসংখ্য উজ্জ্বল প্রতিফলক অংশ দিয়ে গঠিত। এদের উপরের দিকটা অসংখ্য পাতলা পাতের মতো বস্তু দিয়ে গঠিত। যেগুলো অত্যন্ত পাতলা এবং খুব ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে অবস্থান করে। এর ফলে, ঝিনুকের খোলসের মতো কেবল একটি তীব্র আলোই প্রতিফলিত করে না বরং সেই আলোক ধারা এক অদ্ভুত উপায়ে নয়া রঙে রাঙিয়ে যায়। আলোর সাপেক্ষে বিভিন্ন অবস্থানের মাধ্যমে তারা কখনও একটি রঙ আবার কখনও অন্য একটি রঙ প্রতিফলিত করে। সঙ্গে সেগুলোর কাল্পনিক বিচ্ছুরণ হতে থাকে অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে।’

> এখানে রংয়ের বাহারের সঙ্গে ময়ূরের পেখমের রঙ ছটাতে আরেকটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। পেখমের রঙ অন্য সাধারণ রঙিন জিনিসের থেকে যেন একদম আলাদা। ভিন্ন কোন থেকে দেখলে একে যে ভিন্ন রকমারি রঙে রঙিন লাগে দেখতে। এইরকম কোন বা অ্যাঙ্গেল পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙয়ের পরিবর্তন হওয়াকে সাধারণ ভাবে চিত্রাভা বা ইরিডেসেন্স বলে। জাতীয় পক্ষীর পেখমের দৃষ্টিনন্দন কৌনিক ভেদাভেদে চিত্রাভার চটকদারিতে তাই রঙমহলের বহুরূপী ছদ্মবেশ তো আক্ষরিক অর্থেই মোক্ষম প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের। পুরুষ ময়ূর মনোমুগ্ধকর তাদের বর্ণময় পাখনার জন্য। একদিকে যেমন গলা ও বুকে দেখা যায় উজ্জ্বল নীল পালক, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সজ্জায় সাজানো পেখমের পালকগুলো কি সুন্দর চোখের আকার তৈরি করে! একটা পূর্ণবয়স্ক ময়ূরের গড়ে ২০০টি পেখমের পালক থাকে যার মধ্যে প্রায় ১৭০টি নয়ন সাদ শ্য ‘চোখ’ পালক এবং ৩০টি ইংরেজি অক্ষরের অনুরূপ ‘টি’ পালক। দৈর্ঘ্যে পালকগুলি কয়েক সেন্টিমিটার থেকে ১.৫ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর ১৭০৪ সালে রচিত বই ‘অপটিক্স’এ ময়ূরের পেখমের বাদামি রঞ্জক ছাড়াও অন্যান্য রঙের প্রক্রিয়ারও সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। ‘কিছু পাখির, বিশেষ করে ময়ূরের লেজের, সুন্দর রঙিন পালকগুলো সম্পর্কে বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয়, মানুষের চোখের বিভিন্ন অবস্থানের প্রেক্ষাপটে পেখমের একই অংশ বিভিন্ন রঙের দেখায়। ফলে উদ্ভাসিত হয় বিস্ময়কর বর্ণহীন রঙের নাটুকে খেলা। নীল না হয়েও পেখমের বিশেষ বিশেষ অংশে নীল দেখায় মানুষের চোখে।’ ময়ূরের পেখম দেখে আমরা সবাই মুগ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠি। আসলে এর উজ্জ্বল নীল ও সবুজ রঙের বাহারি বিচ্ছুরণ আমাদের চক্ষুকে প্রায়শই সম্মোহিত করে তোলে। বর্ণময় পেখমের দিকে তাকালেই যেন মনে হয় এ কোন মায়াবী রহস্যে জীবিত মোড়ক? হ্যাঁ রহস্যে মোড়া তো অবশ্যই। যা নীলই নয় আদতে তাকে নীল দৃশ্যত হলে রহস্যময়তা মনকে আচ্ছন্ন করবেই বা না কেন?

এখানে রংয়ের বাহারের সঙ্গে ময়ূরের পেখমের রঙ ছটাতে আরেকটা মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। পেখমের রঙ অন্য সাধারণ রঙিন জিনিসের থেকে যেন একদম আলাদা। ভিন্ন কোন থেকে দেখলে একে যে ভিন্ন রকমারি রঙে রঙিন লাগে দেখতে। এইরকম কোন বা অ্যাঙ্গেল পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙয়ের পরিবর্তন হওয়াকে সাধারণ ভাবে চিত্রাভা বা ইরিডেসেন্স বলে। জাতীয় পক্ষীর পেখমের দৃষ্টিনন্দন কৌনিক ভেদাভেদে চিত্রাভার চটকদারিতে তাই রঙমহলের বহুরূপী ছদ্মবেশ তো আক্ষরিক অর্থেই মোক্ষম প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের।

পুরুষ ময়ূর মনোমুগ্ধকর তাদের বর্ণময় পাখনার জন্য। একদিকে যেমন গলা ও বুকে দেখা যায় উজ্জ্বল নীল পালক, অন্যদিকে নির্দিষ্ট সজ্জায় সাজানো পেখমের পালকগুলো কি সুন্দর চোখের আকার তৈরি করে! একটা পূর্ণবয়স্ক ময়ূরের গড়ে ২০০টি পেখমের পালক থাকে যার মধ্যে প্রায় ১৭০টি নয়ন সাদ শ্য ‘চোখ’ পালক এবং ৩০টি ইংরেজি অক্ষরের অনুরূপ ‘টি’ পালক। দৈর্ঘ্যে পালকগুলি কয়েক সেন্টিমিটার থেকে ১.৫ মিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

যখন একটা পূর্ণ বয়স্ক ময়ূর তার পেখমের পালক প্রদর্শন করে, তখন একটা দারুণ ঐশ্বর্যময় ভার্টিক্যাল ‘হাতপাখা’-র মতো গঠন দেখা যায় ময়ূর শরীরের পিছন অংশে। মজার ব্যাপার হলো, এই হাতপাখা রূপী পেখমের মধ্যে ‘চোখ’ এবং ‘টি’ পালকের ভূমিকা যেন পারস্পরিক পরিপূরক। আবার ‘টি’ পালকের আকৃতি ঠিক যেন ‘চোখ’ পালকের আকৃতির পুরোপুরি বিপরীত। তবে এই পালকগুলোর প্রতিফলিত রঙ কোনও পিগমেন্ট থেকে ঠিকড়ে বেরিয়ে আসে না। আক্ষরিক অর্থেই ময়ূরের এতো সুন্দর মনোহারী রঙ বাহারের অন্যতম কারণ হলো আভ্যন্তরীণ উন্নত ধরনের সহজাত ‘ফোটোনিক ক্রিস্টাল’ কাঠামো।

প্রকৃতির আপন খেয়ালের চাতুর্যে ময়ূরের পেখমের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পুরোটাই হলো অপটিক্যাল বিভ্রম। প্রাকৃতিক ইচ্ছের এক অকৃত্রিম রঙ মশলার নিখুঁত ধোঁকা মাত্র। শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ধরা পড়ে এর বর্ণাভ জারিজুরি। খালি চোখে চেয়ে থাকা নীলের ভ্রান্ত নীলনক্সাতেই শিকারগ্রস্থ মাত্র মানুষ বেচারা। আচ্ছা ময়ূর পেখম যদি নীল বর্ণ নাই বহন করে তবে আমাদের চোখের দেখা এই রঙের আবির্ভাব বরাবর হয়ে থাকে কোন যাদুকরী ছোঁয়ায়? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর পেতে একদা আবিষ্কার করে ফেলেন রঙের এই অবিশ্বাস্য যাদুটোনা। বিজ্ঞানের পরিভাষায়, ময়ূরের পেখমে জন্মগত ভাবে থেকে থাকে অসংখ্য সুতোর মতো দেখতে পার্থিব পার্শ্বশাখা। এ হেন প্রতিটি সুতোর মধ্যে পৃথক পর্যায়ে থাকে সুক্ষ্ম থেকে অতি সুক্ষ্ম কোটি কোটি ন্যানো স্ট্রাকচার। আবার প্রত্যেকটি এই ন্যানো স্ট্রাকচারের গড় আকার হলো প্রায় ১৫০ ন্যানো মিটার। আলোর রশ্মি যখন এমনতর ন্যানো স্ট্রাকচারের উপর এসে প্রসারিত হয় তখনই শুরু হয় অভিনব প্রতিফলন যা মোটেও স্বাভাবিক মাত্রায় নির্ধারিত নয়। ফলস্বরূপ নীল ও সবুজ রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রভা আমাদের চোখে অত্যধিক মাত্রায় ফিরে আসে চমকে চমকে। তাই আমরা বিভ্রান্তিমূলক কূপকাষ্ঠের সাক্ষী হয়ে পেখমকে পরতে পরতে দেখি নীল ও সবুজ রঙ সমাহারে। এটাই হলো বিশ্ব বিস্ময়কর স্ট্রাকচারাল কালারেশন। ঠিক একই কারণে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সাবান থেকে সৃষ্ট বুদবুদেও দেখা মেলে রামধনুর মতো চমকপ্রদ সাত রঙ। অথচ সাবানের গাত্র তো সাধারণত সাত রঙা থাকে না। ময়ূর পেখমের মতো জৈবিক নমুনা ব্যতিরেকে এমন বুদবুদ হলো বস্তু কেন্দ্রিক কাঠামোগত রঙের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ময়ূরের পেখম আসলে কোনও রঙ সৃষ্টির কারিগর কখনই নয়। এটি আদতে আলোকে টেনে নিয়ে নিজস্ব খেয়ালিপনায় নিয়ন্ত্রণ করে তার থেকে এক নয়া দ্যুতির অনুভূতি সৃষ্টি করে থাকে অনবরত। এখানেই লুকিয়ে আছে হতবাক করা এক বর্ণিল রহস্যের সমাপতন। পেখমকে যদি অন্ধকারে রাখা হয়, তখন তার সেই ঝলমলে নীল ও সবুজ রঙ ভোজবাজির মতো আচমকা উধাও হয়ে যায় কোন অজানা দেশে কে জানে। উল্টে পেখমের দৃশ্যত নিষ্প্রভ রঙের উপর পোচ লাগে অবিশ্বাস্য বাদামি বর্ণের প্রাকৃতিক আঁকিবুঁকি। সেখানে যে এক চিলতে নীল রঙের কোনও হদিসই নেই। সবুজ তো হয়ে ওঠে গায়েবের কর্পূর মহারাজ। বিনিময়ে থেকে যায় শুধুমাত্র রঙ বাহারের খামখেয়ালী চিরন্তনী খেলার নস্টালজিক পালক বৈচিত্র্য। ময়ূর পেখম যে তাই আমাদের চেনা অথচ অচেনা চরাচরের জীবন্ত প্রিজম বা জৈবিক স্ফটিকের সমুজ্জ্বল প্রতিভূ। এটাই হয়তো সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট অন্যতম অষ্টম আশ্চর্য। যেখানে রঙই নেই অথচ বর্ণের উজাড় করা ঝাড়লণ্ঠন বিধাতা উপহার দিয়ে রেখেছেন পুরুষ ময়ূরের অহংকারী পেখমের কানায় কানায়। তারই জেরে এই পৌরুষ পক্ষীর অহংকারের তো একটাই অদম্য কামনা বা বাসনা। রবিকবির ভাষায় তবে যে অনিবার্য ভাবে বলতেই হয়, ‘আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে’ ওগো পেখম সখা ‘নাচ ময়ূরী নাচ রে, রুম ঝুমা ঝুম নাচরে। ওই এলো আকাশ ছেয়ে ও বর্ষা রাণি সাজ রে।’

কোট-আনকোট

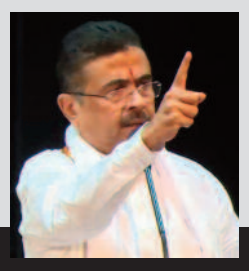

সংক্রমণের মতো বেড়েই চলেছে সাইবার প্রতারণা। নবীন থেকে প্রবীণ নাগরিক, প্রতারণার ফাঁদে পড়ছেন সকলেই।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আসানসোল জেলা হাসপাতালের উন্নয়নে উদ্যোগ

চালু না হওয়া ট্রমা সেন্টার সূচনার আশ্বাস মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রস্তাবিত নতুন মেডিক্যাল কলেজটি আসানসোলেই গড়ার সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামানুসারে এর নাম হবে 'কাজী নজরুল মেডিক্যাল কলেজ'। এই সংক্রান্ত একটি আইএমএর (আসানসোল শাখা) এক ডেপুটেশন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেবেন। এর সাথে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পরিকাঠামো ও চিকিৎসকের অভাবে আটকে থাকা ট্রমা সেন্টারটি দ্রুত চালুর আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে শূন্যপদ পূরণে খোদ মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করছেন। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীর 'স্বচ্ছতাই সেবা' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য অপসারণের কাজ জোরকদমে চলছে, যা হাসপাতালটির চেহারা বদলে গিয়েছে।' মন্ত্রীর দাবি, 'বেসরকারি হাসপাতালকেও পরিচ্ছন্নতায় টেক্কা দেবে আসানসোল জেলা হাসপাতাল। সাধারণ মানুষকে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য।'

জুলাইয়ের শেষেই হাতে আসবে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গে 'আয়ুষ্মান ভারত' চালুর প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে বলে জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। রাজ্যজুড়ে এই কার্ডের জন্য নাম নথিভুক্তকরণ ও ফর্ম পূরণের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে এবং আগামী জুলাই মাসের শেষেই সাধারণ মানুষ এই কার্ড হাতে পেয়ে যাবেন সব উপভোক্তা। মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'অন্ত্যোদয়' ভাবনা এবং প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথ অনুসরণ করে মানুষের কাছে নিখরচায় উন্নত চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।' গত সরকারের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আগে ক্যান্সার বা লিভার প্রতিস্থাপনের মতো বড় রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষকে ঘটিবাটি বিক্রি করে ভিনরাজ্যে যেতে হতো। কিন্তু এবার থেকে আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের মাধ্যমে রাজ্যের সাধারণ মানুষ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। শুধু তাই নয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য, সমস্ত রকম পরিষেবা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর বর্তমান বিজেপি সরকার।'

বনশোলের কুয়ো থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের বনশোল গ্রামে একটি কুয়ো থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দা কালীচরণ মাঝি জানান, প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার সকালেও গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা কুয়ো থেকে জল আনতে যান। সেই সময় কুয়োর জলে এক ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। গ্রামবাসীদের দাবি, মৃত ব্যক্তি এলাকার কেউ নন। প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এটা নিছকই দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে? সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড

(CIN : L20103WB1980PLC032872)

রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

দূরভাষ: + ৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০ ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in আমাদের দেখুন: www.gptinfra.in,

কোম্পানির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের ৪৬ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম/সভা) অনুষ্ঠিত হবে **শনিবার ৮ আগস্ট ২০২৬ সকাল ১১ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কন ফারেন্সিং/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারিকরা এবং তৎসহ পঠিত অন্যান্য পূর্ববর্ত সার্কুলারসমূহ এমসিএ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জারিকরা (যৌথভাবে উল্লেখ্য **এমসিএ সার্কুলারসমূহ**) এবং প্রযোজ্য সংস্থান ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং তৎসহ পঠিত রুলস সংশ্লিষ্ট অধীনে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য, সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত এক সাধারণ স্থানে। এজিএম এর সম্ভাব্য স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস।

এমইউএফজি লিমিটেড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এমআইআইপিএল) (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ভিসি সুবিধার মাধ্যমে এজিএম তে অংশগ্রহণের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা, এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণের ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১০৩ অধীনে কোরাম গণনা হিসেবে গণ্য হবে।

উল্লিখিত আইন/প্রবিধান/সার্কুলার অনুযায়ী, ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬ (২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসহ) সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট-এর কাছে নিবন্ধিত আছে। এছাড়া, এই নথিপত্রগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**, এমআইআইপিএল-এর ওয়েবসাইট **https:-//instavote.linkintime.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** ও **www.nseindia.com**-এও পাওয়া যাবে। উল্লিখিত সার্কুলার অনুযায়ী, সদস্যদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬-এর কোনো মুদ্রিত বা হার্ড কপি পাঠানো হবে না।

তাছাড়া, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-এর সংশোধিত নিয়ম মেনে, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ইমেল আইডি নিবন্ধিত নেই, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠানো হবে। এই চিঠিতে একটি ওয়েব-লিঙ্ক সঠিক উপায় দেওয়া থাকবে, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য লিখিতভাবে অনুরোধ করবেন, তাঁদের জন্য বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদনের মুদ্রিত কপি বা হার্ড কপি উপলব্ধ করা হবে।

প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্যাদি হালনাগাদ করা

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, যদি তাঁদের শেয়ারগুলি 'ডিম্যাট' আকারে থাকে, তবে তাঁরা যেন তাঁদের 'ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট'-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট 'ডিপোজিটরি'-র কাছে তাঁদের প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, ঠিকানা, আবাসিক অবস্থান, শ্রেণি এবং অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করে নেন।

যদি আপনার কাছে শেয়ারগুলি 'ফিজিক্যাল' বা কাগজের সার্টিফিকেটের আকারে থাকে, তবে আপনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ 'ফর্ম আইএসআর ১, আইএসআর ২, এবং এসএইচ ১৩ জমা দিতে পারেন কোম্পানির আরটিএ-এর কাছে;যাদের নাম এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ইউনিট : জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৬ষ্ঠ তল, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১। ফর্মগুলি ডাউনলোড করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে আরটিএ-র ওয়েবসাইট **https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html** ভিজিট করতে (সেখানে 'কেওয়াইসি'' ট্যাবটি নির্বাচন করুন) অথবা কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://gptinfra.in/share-holder information/ downloads**-এ যেতে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি

- শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং' এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে জানানো হবে। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত প্রক্রিয়াও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকবে।

বুক ক্লোজার

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, এজিএম-এর উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ৭ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য; বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নিয়মাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে দেওয়া নির্দেশাবলী। কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অনুগ্রহ করে নির্দ্বিধায় আমাদের 'ইনভেস্টর রিলেশনস' বিভাগের সাথে **gil.cosec@ gptgroup.co.in** ইমেইলে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের রেজিস্ট্রার ও শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট, 'এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' -এর সাথে **investor.helpdesk@ in.mpms.mufg.com** বা **kolkata@in.mpms. mufg.com** ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার্থে জারি করা হচ্ছে এবং এটি এমসিএ ও সেবি -র প্রযোজ্য নির্দেশিকা বা সার্কুলার অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

জিপিটি ইনফ্রাপ্রজেক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সোনম লাখোটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং এ৪১৩৫৮

তারিখ : ২ জুলাই ২০২৬
স্থান : কলকাতা

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

VAIBHAV VYAPAAR | LOANFRONT

https://getfive.in/vaibhav-vyapaar-limited/ (Please scan this QR code to view the Draft Red Herring Prospectus and Draft Abridged Prospectus)

VAIBHAV VYAPAAR LIMITED

Corporate Identity Numbers: U51909WB2009PLC133054

Our Company was originally incorporated as Vaibhav Vyapaar Private Limited on 24.02.2009 under the Companies Act, 1956 with Corporate Identification Number of the Company U51909WB2009PTC133054, vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal. Subsequently, the name of the company was changed from "Vaibhav Vyapaar Private Limited" to "Vaibhav Vyapaar Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extra-Ordinary General Meeting held on 02.01.2026 and obtained fresh certificate of incorporation dated 02.06.2026 issued by the Registrar of Companies Central Processing Centre, Manesar with Corporate Identification Number of the Company U51909WB2009PLC133054. For details pertaining to the changes of name and registered office of our company, please refer to the chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** on page no. 130 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: Arch Square-X2, Unit-1406, 14th Floor, EP-GP Block, Sector V, Bidhannagar, Kolkata, Bidhan Nagar CK Market, North 24 Parganas, Saltlake, West Bengal, India, 700091
Corporate Office: 119 Road No 3 2nd Floor, EPIP Area Phase 1 Whitefield Road, Whitefield, Bangalore, Bangalore South, Karnataka, India, 560066.
Website: www.vaibhav-vyapaar.com **E-Mail:** investors@vaibhav-vyapaar.com; **Telephone No:** +91 40 6716 2222/ 1800 309 4001
Contact Person: Aditya Singh Solanky, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY
ITHA VENKATA RAGHAVA GOWRINATH AND CAPFRONT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO 76,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH OF VAIBHAV VYAPAAR LIMITED ("VVL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5/- EACH AT A PRICE OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●]/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % AND [●] %, RESPECTIVELY, OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 5/- EACH. THE ISSUE PRICE WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH AND HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND AN EDITION OF [●] REGIONAL NEWSPAPER (IN REGIONAL LANGUAGE WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED). AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED "NSE") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE. FOR FURTHER DETAILS KINDLY REFER TO CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. OF THIS DRAFT RED HERRING PROSPECTUS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Issue Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid /Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/ Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLM and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable.

This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229(2) of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLMs may allocate up to 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). Forty per cent of the anchor investor portion, within the limits specified shall be reserved as – (i) 33.33 per cent for domestic mutual funds; and (ii) 6.67 per cent for life insurance companies and pension funds. Any under-subscription in the reserved category specified in clause (ii) above may be allocated to domestic mutual funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds, at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations 2018. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Portion"). Further, 5.00% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion shall be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors wherein (a) one third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs; (b) two third of the portion available to Non-Institutional Investors shall be reserved for Applicants with Application size of more than ₹10 lakhs; and (c) any unsubscribed portion in either of the sub-categories specified in clauses (a) or (b), may be allocated to Applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors; and not less than 35.00% of the Net Issue shall be available for allocation to Individual Investors, who applies for minimum application size in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All Potential Bidders (except anchor investors) are required to participate in the Issue by mandatorily utilizing the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts shall be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page no. 213 of the Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with Regulation 247 of SEBI (ICDR), Regulations, 2018 and amendments thereof to inform the public that the Company is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus dated July 01, 2026, with the Stock Exchange.

Pursuant to SEBI ICDR Regulations, the Draft Red Herring Prospectus filed with Exchange shall be made public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the websites the BRLM at www.getfive.in and the Stock Exchange where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. NSE at www.nseindia.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange in respect of disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments sent to exchange, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company or the BRLM on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of The Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" beginning on page 27 of the DRHP.Any decision to invest in the equity shares described in the Draft Red Herring Prospectus shall be made after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC. The Equity shares, when offered through the Draft Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of National Stock Exchange of India Limited.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Corporate Structure" on page 130 of the Draft Red Herring Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 59 of the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
Getfive	KFINTECH
GETFIVE ADVISORS PRIVATE LIMITED **SEBI Registration Number:** INM000013147 **Address:** 502 Abhishree Avenue, Nehrunagar, Manekbag, Ahmedabad, Ahmadabad City, Gujarat, India, 380015 **Telephone Number:** +91 79907 29901 **Email Id:** investor.grievance@getfive.in **Investors Grievance Id:** investor.grievance@getfive.in **Website:** www.getfive.in **Contact Person:** Aman Jain **CIN:** U70200GJ2023PTC144770	**KFIN TECHNOLOGIES LIMITED** **SEBI Registration Number:** INR000000221 **Address:** 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Kurla, Mumbai, Maharashtra, India, 400070 **Tel. Number:** +91-40-67162222/18003094001 **Email Id:** vaibhav.ipo@kfintech.com **Investors Grievance Id:** einward.ris@kfintech.com **Website:** https://www.kfintech.com/ **Contact Person:** M. Murali Krishna **CIN:** L72400MH2017PLC444072

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed in the Draft Red Herring Prospectus

On behalf of Vaibhav Vyapaar Limited
Sd/-
Itha Venkata Raghava Gowrinath
Chairman and Managing Director

Place: Bangalore
Date: July 02, 2026

Vaibhav Vyapaar Limited *is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to make an Initial Public Offering of its Equity Shares and has filed a Draft Red Herring Prospectus dated July 01, 2026 with EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE EMERGE"). The Draft Red Herring Prospectus shall be available on the website of NSE at www.nseindia.com, and the website of the BRLM at www.getfive.in Any potential Investor should not rely on the Draft Red Herring Prospectus filed with exchange for making any investment decisions and should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled* ***"Risk Factors"*** *beginning on page 27 of the Draft Red Herring Prospectus for details of the same.*

This announcement has been prepared for publication in India and not to be released or distributed in the United States. This announcement is not an offer to sell or a solicitation of any offer to buy Equity Shares of our Company in any jurisdiction, including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act, 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

GPT

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : L70101WB1989PLC047402

রেজিস্টার্ড অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)

ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস মাধ্যমে অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার সূচনা বিষয়ক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **বৃহস্পতিবার ৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে বিকেল ৩ টায় (আইএসটি)** জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম) মাধ্যমে সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) তৎসহ পঠিত পূর্বের এমসিএ দ্বারা ইস্যুকৃত (যৌথভাবে এমসিএ সার্কুলার সমূহ হিসেবে উল্লিখিত) এবং প্রযোজ্য সংস্থান ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এবং তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট অধীনে রুলস এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (লিস্টিং রেগুলেশনস) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য সদস্যগণের উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এজিএম অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য স্থান কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস।

এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এমআইআইপিএল) (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম প্রাইভেট লিমিটেড) রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা প্রদান করবে- এজিএম ভিসি সুবিধা মাধ্যমে অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং এজিএম চলাকালীন। সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম তে উপস্থিত এবং সদস্যগণ ভিসি/ওএভিএম সুবিধা মাধ্যমে অংশগ্রহণ কোরামের জন্য নির্ধারিত হবে কোম্পানি আইন ২০১৩ সালের ধারা ১০৩ অনুযায়ী।

সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী ৩৭তম এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৬ (২০২৫-২৬ আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন সহ) সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস(সমূহে) যথাযথ সময়ে নথিভুক্ত এবং যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**, এমআইআইপিএল **https://instavote.linkintime.co.in**, এবং স্টকএক্সচেঞ্জসমূহ **www.bseindia.com**, এবং **www.nseindia.com** উপলব্ধ । উক্ত সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম নোটিশের এবং ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের কোনও ফিজিক্যাল কপি সদস্যগণকে পাঠানো হবে না।

আরও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস), সংশোধিত মতে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ যাদের ইমেল আইডি নথিভুক্ত নয়, পত্র মারফত ওয়েব লিঙ্ক প্রদত্ত, সংশ্লিষ্ট প্রকৃত সূত্র অনুযায়ী যেখানে সম্পূর্ণ বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন উপলব্ধ, পাঠানো হবে নথিভুক্ত ঠিকানায়। নোটিশের এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি সদস্যগণ পাবেন কোম্পানির কাছে লিখিত অনুরোধ করে।

প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত, স্বাক্ষর, মোবাইল নং, ইমেল আইডি, ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্যাদি হালনাগাদ করা :

যেসব শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার ডিম্যাট আকারে রয়েছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরির কাছে প্যান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর, ইমেল আইডি, ঠিকানা, আবাসিক মর্যাদা, শ্রেণি এবং অন্যান্য তথ্যাদি হালনাগাদ করে নেন।

যদি আপনার শেয়ারগুলি 'ফিজিক্যাল' বা কাগজের সার্টিফিকেটের আকারে থাকে, তবে আপনি প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ ISR-1, ISR-2, SH-13ফর্মগুলি কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ইউনিট : জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৬ষ্ঠ তল, ২০ স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ এর কাছে জমা দিতে পারেন। ফর্মগুলি ডাউনলোড করার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের আরটিএ-র ওয়েবসাইট **https//web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html** এ গিয়ে 'KYC' ট্যাবটি নির্বাচন করার অথবা কোম্পানির ওয়েবসাইট **https//ilshospitals.com/shareholderinformation/#Downloads** -এ ভিজিট করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি :

- শেয়ারহোল্ডাররা এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের ওপর 'রিমোট ই-ভোটিং' (দূরবর্তী স্থান থেকে ই-ভোটিং) এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন।
- রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন তথ্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, যার বিস্তারিত বিবরণ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে। ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত প্রক্রিয়াও এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

লভ্যাংশ প্রদান, রেকর্ড তারিখ এবং বুক ক্লোজার

পরিচালনা পর্ষদ ১৮ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রতিটি ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে ১.৫০ টাকা (১৫ শতাংশ) হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত এই লভ্যাংশ যদি আসন্ন ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত ও ঘোষিত হয়, তবে তা নির্ধারিত আইনি সময়সীমার মধ্যে সেইসব সদস্যকে প্রদান করা হবে (ক) যাদের নাম ৩০ জুলাই, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) তারিখে;যা রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারিত;কার্যদিবস শেষে এনএসডিএল ও সিডিএসএল কর্তৃক সরবরাহকৃত 'বেনিফিশিয়াল ওনার' বা সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ইলেকট্রনিক বা ডিমেট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে); এবং (খ) যাদের নাম ৩০ জুলাই, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) তারিখে কোম্পানির 'সদস্য রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ওই দিন কার্যদিবস শেষ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানির কাছে জমা পড়া শেয়ার হস্তান্তর বা স্থানান্তরের বৈধ অনুরোধগুলো কার্যকর করার পর)।

কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির 'সদস্যদের রেজিস্টার' এবং 'শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত বই' শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬ থেকে বৃহস্পতিবার, ৬ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে।

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লভ্যাংশ গ্রহণের নির্দেশাবলি বা ম্যান্ডেট নিবন্ধনের প্রক্রিয়া :

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁদের ডিপোজিটরি (ডি-ম্যাট বা ইলেকট্রনিক শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষেত্রে) অথবা কোম্পানি/আরটিএ-এর (ফিজিক্যাল বা কাগজের শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষেত্রে) কাছে তাঁদের ব্যাংক সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করেন।

সেবি ১৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫'-তে সংশোধনী এনেছে। এই সংশোধনী অনুযায়ী, কোম্পানিগুলোর জন্য শেয়ারহোল্ডারদের ভবিষ্যতে প্রদেয় সমস্ত লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য হালনাগাদ করা নেই, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লভ্যাংশ গ্রহণের সুবিধার্থে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য হালনাগাদ করে নেন।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আয়কর আইন, ২০২৫ ('আইন') অনুযায়ী, কোনো কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বা বণ্টিত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের আয়ের ওপর করযোগ্য। তাই, আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডাররা যদি চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেন, তবে তা প্রদানের সময় কোম্পানিকে উৎসস্থলে কর (TDS) কর্তন করতে হবে। প্রযোজ্য সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণের সুবিধার্থে, সদস্যদের আয়কর আইন, ২০২৫-এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রযোজ্য টিডিএস বা উইথহোল্ডিং ট্যাক্সের হার নির্ধারণের সুবিধার্থে, উল্লিখিত নথিপত্র;যেমন ফর্ম নং ১২১, ৪১, টিআরসি বা আইনের ৩৯৩ ধারার আওতাধীন অন্যান্য নথি;৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টা, আইএসটি পর্যন্ত) **https//web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-Form-121-41.html** লিঙ্কে আপলোড করা যাবে। ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের বিকাল ৫টার (আইএসটি) পর কর নির্ধারণ বা কর্তন সংক্রান্ত কোনো যোগাযোগ বা নথিপত্র আর বিবেচনা করা হবে না। যদি শেয়ারহোল্ডাররা উল্লিখিত নথিপত্র (যেমন ফর্ম নং ১২১) সশরীরে বা হার্ডকপিতে জমা দিতে চান, তবে তা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট (RTA);অর্থাৎ এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ইউনিট : জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড, রসোই কোর্ট, ৬ষ্ঠ তল, ২০ স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০১-এর ঠিকানায় জমা দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে আরটিএ বা কোম্পানির কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো যোগাযোগ করা হলে তা বিবেচনা করা হবে না।

শেয়ারহোল্ডারদের সুবিধার্থে লভ্যাংশ এবং লভ্যাংশের ওপর টিডিএস সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**-এ পাওয়া যাবে।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত নির্দেশাবলি;বিশেষ করে এজিএম-এ অংশগ্রহণের নিয়মাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিং ও এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখেন।

কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অনুগ্রহ করে আমাদের ইনভেস্টর রিলেশনস বিভাগের সাথে **ghl.cosec@gptgroup.co.in** ইমেইলে যোগাযোগ করুন; অথবা বিকল্প হিসেবে আমাদের রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে **investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com** এবং **kolkata@in.mpms.mufg.com** ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের অবগতি ও সুবিধার্থে জারি করা হচ্ছে এবং এটি এমসিএ এবং সেবি -এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা বা সার্কুলারসমূহ মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে।

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং এ৩১৮৩৩

তারিখ : ২ জুলাই, ২০২৬
স্থান : কলকাতা

তৃণমূল পরিচালিত পুরসভায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে স্বজনপোষণের অভিযোগে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেছে বেছে নিজেদের দলের কর্মীর পরিবারের মহিলাদের অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা। আর বিজেপি করার অপরাধে এই প্রকল্প থেকেই বঞ্চিত রাখা হয়েছে দলেরই মহিলা কর্মীদের। এমনই বিস্তর অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার মেনগেটে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি মহিলা মোর্চার কয়েকশ কর্মী ও সমর্থকরা। এমনকি এই বিক্ষোভ সামিল হন সংশ্লিষ্ট পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি দলের কাউন্সিলর স্বপ্না দাসও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিজেপি মহিলা মোর্চার নেতৃত্বও। উত্তেজনার পারদ চড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। যদিও পুলিশ ও পুরসভা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন বিক্ষোভকারী ১০ নম্বর ওয়ার্ডের উপভোক্তা তথা বিজেপি কর্মী রজনী সরকার, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী সবিতা বোস বলেন, 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের আবেদনপত্র পুরসভাতেই আমরা জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু একাউন্টে টাকা ঢোকেনি। অথচ আমাদের পাশাপাশি তৃণমূল সমর্থক পরিবারগুলি এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছে। আমরা সকলেই অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইন ও আবেদন পড়েছিলাম। তাই আমাদের ধারণা তৃণমূলের দলের পুরসভা তাদের চেনা মুখদের এই প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করেছে। হয়তো আমাদের আবেদনপত্র কারচুপি করে ক্যান্সেল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের মতোন বিভিন্ন ওয়ার্ডের যারা আবেদনকারী সবাই পাওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেছে বেছে তৃণমূল পরিবারগুলি এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। তাই এদিন প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' পুরাতন মালদার পুরসভার বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী জয়ন্তী হালদার জানিয়েছেন, 'বিক্ষোভকারীদের সমর্থন করছি। বিষয়টি প্রশাসনকেও খতিয়ে দেখা উচিত।' যদি এপ্রসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতি ঘোষ বলেন, 'বিক্ষোভকারী মহিলারা আমার কাছে অথবা এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে আসেননি। তাঁরা এসেছেন পুরসভার যে বিভাগে এই প্রকল্পের আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল সেখানে। আসলে প্রশাসন থেকে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের আবেদনপত্র আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ বিভাগ তৈরি করে কাজ শুরু করেছিল এক্ষেত্রে পুরসভার যে পক্ষপাতিত্বের কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

হুমায়ুনের পুকুরের মাছ জনসাধারণকে বিলি করলেন শক্তিপুর থানার ওসি

সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন হুমায়ুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, রেজিনগর: নওদার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের লিজের জলাশয়ের মাছ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার অভিযোগ উঠল শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাসের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবীরের লোকজন ৮০ একর লিজের জলাশয় থেকে মাছ ধরছিলেন। তখনই বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে অতনু দাস সেখানে হাজির হন। অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার মাছ বাজারে নিয়ে যাওয়ার আগে আটক করে আম জনতার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। হুমায়ুন কবীর সাংবাদিক বৈঠক করে অতনু দাসের বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছেন। পাশাপাশি তিনি শক্তিপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে অ্যান্টিকোরাপশন ও ভিজিল্যান্স তদন্তের দাবি তুলেছেন। সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'লালগোলায় থাকাকালীন অতনু দাস প্রায় ৫০ কোটি টাকা তোলাবাজি করেছেন। শক্তিপুর থানার দায়িত্ব নিয়ে খৈতান কোম্পানির জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে ৭০ লক্ষ টাকার নিজস্ব সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। এর বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া দরকার।' গত সোমবার বিধানসভার ফ্লোরে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। এবার আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসেছে।' আর তারপর থেকে আইনানুগ ব্যবস্থায় কার্যত হুমায়ুন কবীর এবং তাঁর অনুগামীরা জেরবার হতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে হুমায়ুন অনুগামী তথা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির পাঁচ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে শক্তিপুর ও রেজিনগর থানার পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর হুমায়ুন কার্যত গ্যাড়াকলে পড়ে সুর নরম করে উস্কানিমূলক মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু তাতে আদৌ খুশি নয় রাজ্য সরকার এবং রাজ্য পুলিশ। শক্তিপুর ও রেজিনগর বাদে মুর্শিদাবাদে আরও দুই থানায় নওদার বিধায়কের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে এবার অন্য রাস্তায় হেঁটে হুমায়ুনকে আরও বেকায়দায় ফেলতে মরিয়া পুলিশ প্রশাসন। হুমায়ুনের বাড়ি সংলগ্ন রেজিনগরে খৈতান কোম্পানির বিরাট জলাশয় রয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সেই জলাশয়ের লিজের কাগজ দেখিয়ে হুমায়ুন কবীর দাবি করেন, '৮০ একর জলাশয় ২০২৩-২৪ থেকে ২০৩২-৩৩ সাল পর্যন্ত তাঁর নামে লিজের চুক্তি করেছে। গত বছর পাট পচানোর কারণে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মাছ মরে গিয়েছিল। এবার তাই গত এক সপ্তাহ ধরে মাছ ছেঁকে তোলা হচ্ছিল।' বৃহস্পতিবার সকালে হুমায়ুন কবীরের লোকজন মাছ ধরছিলেন। তখনই সেখানে বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির হন শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাস। জলাশয় থেকে ধরা মাছ আটক করে সেগুলি স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। বিলির মাছ নিতে বিলের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের টাটকা মাছ নিয়ে উল্লাস করতে করতে বাড়ি যান বহু মানুষ। হুমায়ুনের লোকজন কার্যত মুখ ভোঁতা করেই সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসেন। এরপর বহরমপুরে এসে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভ উগড়ে দেন হুমায়ুন। আগামীকাল ৩ জুলাই শক্তিপুর থানায় হুমায়ুনের হাজিরা দেওয়ার কথা। পরদিন সুয়োমোটো কেসে রেজিনগর থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা। হুমায়ুন কবীর জানান, জুম্মার নামাজের কারণে তিনি শক্তিপুর থানায় যাচ্ছেন না। তবে শনিবার রেজিনগর থানায় যাচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারীর হুংকারে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন কবীরের 'আস্ফালন' বন্ধ হয় কিনা সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে জেলাবাসী।

জঙ্গলের মাঝে আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণ, দুর্গাপুরে গ্রেপ্তার চার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মেলায় ঘুরতে গেছিল কিশোরী। তাকে একা পেয়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায় যুবকের দল। তারপরেই চলে গণধর্ষণ! ফের হাড় হিম করা ঘটনা দুর্গাপুরে। গ্রেপ্তার ৪ অভিযুক্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে দুর্গাপুর থানা এলাকার কমলপুরে মেলা চলছিল। সেখানেই ঘুরতে গেছিল আদিবাসী কিশোরী। কিশোরীকে একা পেয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে নিয়ে যায় চার যুবক বলে অভিযোগ। সেখানেই চারজন মিলে কিশোরীকে গণধর্ষণ করে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। পরিবারের লোকজন দুর্গাপুর থানার পুলিশকে বিষয়টি জানায়। তারপরেই আদিবাসী কিশোরীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের ভিত্তিতে অজয় সোরেন, লক্ষ্মণ রবীন বাস্কে ও বুধন টুডু ও রাজু মাণ্ডিকে গ্রেপ্তার করে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। চারজনই কিশোরীর প্রতিবেশী যুবক। বৃহস্পতিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গোঘাটে ১২৫ দিনের কাজের সূচনা, কর্মসংস্থানের আশায় উচ্ছ্বসিত গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার গোঘাট বিধানসভার অন্তর্গত গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের কাঁঠালি গ্রামের চেরুয়াপাড়ায় বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল বিকশিত ভারত মিশনের ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্পের। দীর্ঘদিন পর গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু হওয়ায় এলাকায় উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন গোঘাটের বিধায়ক প্রশান্ত দিগার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট থানার ওসি মধুসুদন পাল, গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের বিডিও শান্ত চক্রবর্তী-সহ একাধিক সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষেরও ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিধায়ক প্রশান্ত দিগার বলেন, 'গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। গ্রামীণ রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পুকুর সংস্কার, জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে এই প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।' তিনি জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন এলাকার পরিকাঠামো উন্নত হবে, তেমনই বহু পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকরাও জানান, 'প্রকল্পের কাজ পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত করা হবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ পরিচালনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, 'দীর্ঘদিন ধরে কর্মসংস্থানের অভাবে বহু মানুষ সমস্যার মধ্যে ছিলেন। নতুন করে ১২৫ দিনের কাজ চালু হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে।' স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, কয়েক বছর ধরে তৃণমূল সরকারের আমলে ১০০ দিনের কাজ কার্যত বন্ধ অবস্থায় ছিল। সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে 'বিকশিত ভারত মিশন' ১২৫ দিনের কাজ প্রকল্প চালু হওয়ায় বহু মানুষ নিয়মিত কাজের সুযোগ পাবেন। এলাকাবাসীর দাবি, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে।

IndusInd Bank রিজিওনাল অফিস : ৩এ, আপার উড স্ট্রিট শাখা, ২য় তল, সাবিত্রী টাওয়ার, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২৭.০৪.২০২৬** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **এইচপিএমসি বাণিজ্য প্রাইভেট লিমিটেডে** (এর ডিরেক্টরগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) **মণীশা গুপ্তা** (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) এবং **সঞ্জয় গুপ্তা** (জামিনদাতা) নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,৯৮,৩৪,৫৮২.৬৯ টাকা (এক কোটি আটানব্বই লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশ বিরাশি টাকা এবং উনসত্তর পয়সা)** উক্ত দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থ;যার সাথে যুক্ত হবে ওই নোটিশে উল্লিখিত হারে অতিরিক্ত সুদ এবং নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত খরচ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, জরিমানা সুদ; অনুমোদিত শর্তাদি অনুযায়ী এই সমুদয় অর্থ উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২ জুলাই ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. **১,৮৬,৭৩,৯৯৩.৬৯ টাকা (এক কোটি ছিয়াশি লাখ তিয়াত্তর হাজার নশো তিরানব্বই টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) ৩১ মে ২০২৬ অনুযায়ী** উক্ত দাবি নোটিশে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী বকেয়া অর্থ;যার সাথে যুক্ত হবে ওই নোটিশে উল্লিখিত হারে অতিরিক্ত সুদ এবং নোটিশে উল্লিখিত তারিখ থেকে উদ্ভূত অতিরিক্ত খরচ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়, জরিমানা সুদ; অনুমোদিত শর্তাদি অনুযায়ী।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি (তদস্থিত নির্মাণ) পরিমাপ আনুমানিক ৩২ ডেসিমেল -৩৩.১০ ডেসিমেল থেকে, অবস্থিত মৌজা- কলাছড়া, জেএল নং ৫৪, এলআর খতিয়ান নং ২৯৬১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৩৬৮, ২৩৬৯, থানা এবং পো : চণ্ডীতলা, চণ্ডীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা -হুগলি, পিন - ৭১২৭০২।
*** সম্পত্তির আরও নির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত/ বিবরণ দান দলিল তারিখ ২০.০৭.২০২২ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জনাই এবং দলিল নং ০৬০৮০৮২৪৩/২০২২, সম্পত্তি মনীষা গুপ্ত এর নামে।

তারিখ- ০২.০৭.২০২৬
স্থান- হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) **(১) শ্রী মহাবীর স্টোরস,** ১৬ স্ট্যান্ড রোড, ৬ষ্ঠ তল, রুম নং ৫২২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১ **(২) আয়ুষ সারাউগি,** টাওয়ার ৩, ১১, এন, গ্রিনউড সোনাটা নিউটাউন অ্যাকশন এরিয়া ২, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫১ **(৩) কমল সারাউগি,** ১১বি যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৬ যারা স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন আরও বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লিখিত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ২,৩৭,৫৩,২৮১ টাকা (দুই কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার দুশো একাশি টাকা) ০৫.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১ জুলাই ২০২৬** তারিখে প্রতীকী দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ২,৪১,৯২,৪৯০ টাকা (দুই কোটি একচল্লিশ লাখ বিরানব্বই হাজার চারশ নব্বই টাকা) ০১.০৭.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.এর নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (১৩) এবং উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
হাই-টেক চেম্বার অফিস স্পেস নং বি, ৭ম তলে, প্রেমিসেস নং ৮৪/১বি, তপশিয়া রোড সাউথ, পো : তপশিয়া, থানা : বেনিয়াপুকুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৪৬, পরিমাপ ২৮৭৪ বর্গফুট।
সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৮৬বি, তপশিয়া সাউথ।
দক্ষিণে : রোড।
পূর্বে : দক্ষিণ প্রেমিসেস নং ৮৪/২ এবং ৮৬/১ তপশিয়া রোড সাউথ।
পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ০১.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি.

বৈঙ্ক অফ় ইণ্ডিয়া Bank of India BOI *Relationship beyond banking*

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮(৬) -এর বিধান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল **৮(৬) -এর বিধান** সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য **২৮.০৭.২০২৬** তারিখে "যেমন আছে সেখানে" বিক্রি করা হবে, "যেমন আছে", এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক
১.	**শাঙ্কটিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **উৎপলেন্দু হাতি** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **উৎপলেন্দু হাতি** **আবাসিক ঠিকানা**- তেঁদুল, শাঙ্কটিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তির ইকিউএম অর্থাৎ ৯.০০ ডেসিমেল জমির উপর নির্মিত দ্বিতল আবাসিক ভবন। সম্পত্তিটি মৌজা-তেঁদুল, থানা- রায়না, জে.এল নং-৪০, এল.আর প্লট নং-৩৬১২, এল.আর খতিয়ান নং-১৭০১, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন-৭১৩৪২৪ এ অবস্থিত। সম্পত্তিটি **শ্রী উৎপলেন্দু হাতির নামে** রয়েছে। **সীমানা:-** পূর্বে- পঞ্চায়েত রাস্তা; পশ্চিমে- স্বপন হাটির খালি জমি; উত্তরে- হারাধন হাটির সম্পত্তি; দক্ষিণে- অসিত হাজরার সম্পত্তি।	ক. ২৪.৬৮ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ১১.১১.২০২৪ গ. ২১.০৩.২০২৫	১. ২৪,৫৩,০০০.০০ টাকা ২. ২,৪৫,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **শঙ্খদীপ গাঙ্গুলী** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলী** পিতা মৃত স্বপন কুমার গাঙ্গুলী বাসভবন- জে কে নগর প্রজেক্ট কোয়ার্টার, পোঃঅঃ- বিধান বাগ, থানা- রানীগঞ্জ, আসানসোল- ৭১৩৩৩৭	সম্পত্তিটি পূজা অ্যাপার্টমেন্টের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট (নং এফ-০৮), যা এস.পি. মুখার্জি রোড, আসানসোল, আর.এস. প্লট নং ৭৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৪৩, জে.এল. নং ৩৫, মৌজা - আসানসোল, থানা - আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী শঙ্খদীপ গাঙ্গুলীর নামে রয়েছে।** **চৌহদ্দি:-** পূর্ব- ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- শ্রী সুশান্ত চ্যাটার্জির বাড়ি, উত্তর- শ্রী দেবব্রত মজুমদার, শ্রী বিশ্বনাথ ভাদুরী এবং শ্রী বালাই দত্তের বাড়ি, দক্ষিণ- শ্রী এ.কে. দত্ত এবং শ্রী নিমাই দাসের বাড়ি।	ক. ২৭.২২ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৩.০১.২০১৯ গ. ০৪.০৫.২০১৯	১. ১৭,৬৯,০০০.০০ টাকা ২. ১,৭৬,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **সুধীর কুমার মাহাতো** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং শ্রীমতী জিরা দেবী মাহাতো** বার্নপুর, আসানসোলের বাসিন্দা।	সম্পত্তিটি এম এফ প্লাজার চতুর্থ ফ্লোরে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট (নং- ডি৯), যা মুরগাসোল, গুরুদ্বারের কাছে, এস পি মুখার্জি রোড, আর.এস. প্লট নং ৯৫১, এল.আর. প্লট নং ১১৪৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৪৫৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৩১৯, জে.এল. নং ৩৫, মৌজা - আসানসোল, থানা - আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং জিরা দেবী মাহাতোর নামে রয়েছে।** **চৌহদ্দি:-** পূর্ব- শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি, পশ্চিম- এস.পি মুখার্জি রোড, উত্তর- রাস্তা এবং শ্রী আর পি শ -এর বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা।	ক. ৩০.৪১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ২৯.০৮.২০২৪ গ. ১৬.১১.২০২৪	১. ২৫,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৫৭,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **জগত বাহাদুর** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী জগত বাহাদুর এবং শ্রীমতী মিনা দেবী** চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা।	সম্পত্তির ইকিউএম অর্থাৎ মৌজা-মনোহরা, জে.এল নং-৫৩, এল.আর খতিয়ান নং- ৫৯২, আর.এস এবং এল.আর প্লট নং-০৪, কল্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা-সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তিটি শ্রী জগত বাহাদুরের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- প্লট নং ৪(পি) এর জমি, পূর্বে - অন্যদের জমি, দক্ষিণে-অন্যদের জমি, পশ্চিমে-১০ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।	ক. ৫১.৩২ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০১.০৪.২০২৫ গ. ১৮.০৬.২০২৫	১. ২৪,০৬,০০০.০০ টাকা ২. ২,৪০,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	**চিত্তরঞ্জন শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম: **সুদীপ ঘোষ** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী সুদীপ ঘোষ** ফ্ল্যাট নং ৫০২, ৫ম তল, চিত্তরঞ্জন রোড বাই লেন, রোড নং ৫, অরবিন্দ নগর সালানপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৩৫	সম্পত্তিটি জে বি রেসিডেন্সির চতুর্থ ফ্লোরে একটি ফ্ল্যাট, অর্থাৎ ফ্ল্যাট নং ৫০২, যা অরবিন্দ নগর, মৌজা - বারামুরি, জিতপুর উত্তর রামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আর.এস. প্লট নং ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮১৮, ৮১৯, এল.আর. প্লট নং ২২৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৪২, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১৯, জে.এল. নং ০৬, মৌজা - বারামুরি, থানা - সালানপুর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুদীপ ঘোষের নামে রয়েছে।** **চৌহদ্দি:-** পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- রাস্তা, উত্তর- সুবোধ দত্তের বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা।	ক. ১৯.৬৩ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ২৯.০৮.২০২৪ গ. ১৬.১১.২০২৪	১. ২০,৩৯,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৩,৯০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬.	**উখড়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম: **শ্রীমতী শিখা তেওয়ারী** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রীমতী শিখা তেওয়ারী এবং শ্রী সুমন তেওয়ারী** উখড়া, পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা।	সম্পত্তিটি মৌজা-উখড়া, জে.এল. নং-১৮, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং-১৬৪৬, খতিয়ান নং-৫৯৮১, গ্রাম ও পোঃ উখড়া, থানা- অন্ডাল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন ৭১৩৩৬৩ এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী শিখা তেওয়ারীর নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে-৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে- হরবচন সিংয়ের বাড়ি, দক্ষিণে- শ্রী মিলনের বাড়ি, পশ্চিমে-সিন্ধু বার্নওয়ালের বাড়ি।	ক. ১৩.৬১ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৯.০৯.২০২৩ গ. ১৩.০২.২০২৪	১. ১৫,১৭,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৭.	**জামুরিয়া শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম : **পরমেশ্বর মারান্ডি** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী পরমেশ্বর মারান্ডি এবং শ্রীমতী সীতামুনি হাঁসদা** **আবাসিক ঠিকানা** - চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমান।	সম্পত্তি অর্থাৎ থানা- সালানপুর, মৌজা মনোহরা, জে.এল. নং ৫৩, এল.আর. খতিয়ান নং-৬৫১, আর.এস. ও এল.আর. প্লট নং-১৫/৯৩৬, ১৬, ১৬/৯৩৭ কল্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তিটি পরমেশ্বর মারান্ডির নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, পশ্চিমে-১৬ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা, উত্তরে-পার্ট প্লট নং ১৬ এবং ৫/৯৩৫ দ্বারা, দক্ষিণে-চয়নপুরা মৌজা দ্বারা।	ক. ৩৭.৩২ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৭.০৫.২০২৫ গ. ০৪.০৮.২০২৫	১. ২১,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ২,১৬,৩০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৮.	**বার্নপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম : **শুভদীপ কোণার** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রী শুভদীপ কোণার এবং পায়েল কোণার** আসানসোলের বাসিন্দা।	সম্পত্তির ইকিউএম অর্থাৎ ৫.৭০ ডেসিমেল জমি আসানসোল পৌরসভায় অবস্থিত, জে.এল নং-২০, আর.এস প্লট নং-৪৬৯৮ এবং ৪৬৯৯, আর.এস. খতিয়ান নং-১৬৩৩৬, পোঃ ও থানা-আসানসোল, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০১। **সম্পত্তিটি শ্রী শুভদীপ কোণারের নামে রয়েছে।** **সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপ:** পূর্বে - ভুতনাথ কোণারের সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া বাই লেন, উত্তরে- ভুতনাথ কোণারের সম্পত্তি, দক্ষিণে- অন্যদের সম্পত্তি।	ক. ১৮.৬৬ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ। খ. ০৭.০২.২০১৯ গ. ২২.০৫.২০১৯	১. ১৪,৯৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৯,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **২৮.০৭.২০২৬ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৭.০৭.২০২৬ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন এবং ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৮.০৭.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **১৫ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) অধীন ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিসও।

তারিখ: ০৩.০৭.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস- কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি;যা 'সিকিউরড ক্রেডিটর' -এর কাছে বন্ধক/চার্জ রাখা হয়েছিল এবং যার ভৌত/প্রতীকী দখল **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখার (সিকিউরড ক্রেডিটর)** অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন; তা **২০.০৭.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখার (সিকিউরড ক্রেডিটর)** পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এই বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে; উল্লেখ্য, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে এই অর্থ পাওনা রয়েছে।
ই-নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা অজিত ঘোষ, ৮৯, এম এম ঘোষ রোড,দক্ষিণ দমদম (এম) পো : মোতিঝিল, থানা : দম দম, কলকাতা- ৭০০০৭৪। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং টি-২, ৪র্থতল, কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট, ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ. স্কিম -১, পো -নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০০৪৭। **২. শ্রীমতি অর্পিতা সরকার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা অজিত ঘোষ, ফ্ল্যাট নং টি-২, ৪র্থতল, কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট, ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ. স্কিম -১, পো -নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা-৭০০০৪৭। ৮৯, এম এম ঘোষ রোড, দক্ষিণ দমদম (এম) পো : মোতিঝিল, থানা : দম দম, কলকাতা- ৭০০০৭৪। **আরও ঠিকানা :** ৮৯, এম এম ঘোষ রোড, দক্ষিণ দমদম (এম) পো : মোতিঝিল, থানা : দম দম, কলকাতা- ৭০০০৭৪। **খ) রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি-২ পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ৫৯০.৫৫ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি চতুর্থতলে (মার্বেল) দক্ষিণ দিকে, এবং এক কার পার্কিং স্পেস নং সিপি২ একতলায় পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে নাম কল্পতরু অ্যাপার্টমেন্ট কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৪৮/২২২এ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, ওয়ার্ড নং ১০০, ডাক ঠিকানা : ১/১৫৮/১, নাকতলা গভ.স্কিম -১, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭, বিক্রয় দলিল নং : ১৩৬৫০-২০২৪, **সম্পত্তি অর্পিতা সরকার** এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৭২৬০৬ থেকে ৩৭২৬২৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্য ভবন। দক্ষিণে : ২ তলা ভবন। পূর্বে : অন্যান্য সম্পত্তি। পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক।	**৩০,৫১,১২৫.৮৪ টাকা** (তিরিশ লাখ একান্ন হাজার একশ পঁচিশ টাকা এবং চুরাশি পয়সা) **০৯.১০.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	ক) **২৯,০০,০০০.০০ টাকা (*)** (উনত্রিশ লাখ টাকা) খ) **২,৯০,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ নব্বই হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB7837901141** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**
২.	**ক) শ্রী তাপস রঞ্জন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী তুষার রঞ্জন মন্ডল, ৫, ইস্টার্ন পার্ক,ওয়ার্ড নং ১০৪, পো : সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫। **আরও ঠিকানা :** ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **২. শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা)** স্বামী তাপস রঞ্জন মন্ডল, ৫, ইস্টার্ন পার্ক,ওয়ার্ড নং ১০৪, পো : সন্তোষপুর, থানা : সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা - ৭০০০৭৫। **আরও ঠিকানা :** ২৩৭, এন এস সি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **খ) রায়নগর বাঁশদ্রোণী শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২ডি, পরিমাপ আনুমানিক কার্পেট এরিয়া ১০৬৩ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫০ বর্গফুট কমবেশি সমুদয় তিনতলা (মার্বেল) ব্লক ডি, উক্ত জি-৪তলা ভবনে এবং এক খোলা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ আনুমানিক ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি কলকাতা পৌরসংস্থা প্রেমিসেস নং ২৩৭ , এনএসসি বোস রোড, পো : নাকতলা, থানা : যাদবপুর (বর্তমানে -নেতাজি নগর) ওয়ার্ড নং ১০০, বরো নং ১০, কলকাতা- ৭০০০৪৭, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ১২৩৮৮ -২০২৪ সালের, **সম্পত্তি তাপস রঞ্জন মন্ডলের নামে** রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভল্যুম নং ১৬০৩-২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৩২৮২৫ থেকে ৩৩২৮৪৭।	**৬১,১৩,১৪৩.৫০ টাকা** (একষট্টি লাখ তেরো হাজার একশ তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) **০৭.০৮.২০২৫** তারিখ অনুযায়ী এবং এর উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়।	ক) **৪৬,২৩,০০০.০০ টাকা (*)** (ছেচল্লিশ লাখ তেইশ হাজার টাকা) খ) **৪,৬২,৩০০.০০ টাকা** (চার লাখ বাষট্টি হাজার তিনশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB7823686833** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিশদ- ৯৪৭৬৪ ৫৬৩৮৫

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

পরিদর্শনের তারিখ- ০১.০৭.২০২৬ থেকে ১৯.০৭.২০২৬; সময়- সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা।
ই-নিলামের তারিখ ও সময়- তারিখ - ২০.০৭.২০২৬, সময় - সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা।
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম- https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০,** ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ ই-মেইল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-তে যোগাযোগ করুন।
https: //baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ৩০.০৬.২০২৬ / স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

হ্যারি কেনের জাদুতে কঙ্গো বধ ইংল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ এর রাউন্ড অফ ৩২ এর রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত জয় ইংল্যান্ডের। শুরুতে ব্রায়ান সিপেঙ্গার গোলে এগিয়ে ছিল কঙ্গো। কিন্তু হ্যারি কেনের জোড়া গোলে জয় পেল ইংল্যান্ড। শেষ ১৬ তে আয়োজক মেক্সিকোর মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। ম্যাচের শুরু থেকেই যে ছন্দ হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। সব সমীকরণ বদলে বারবার হ্যারি কেনদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল ডিআর কঙ্গো। কঙ্গো দল তাদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করছিল, 'থ্রি লায়ন্স'রা তখন পড়েছিল মারাত্মক বিপদে। সেই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল এক নতুন প্রেরণা, একজন ত্রাতার। আর ঠিক সেই মোক্ষম সময়েই প্রায় নিস্প্রভ থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়ক নিজের দেশকে বিশ্ব পর্যায়ে অপমানের হাত থেকে বাঁচালেন। ম্যাচের সিংহভাগ সময় জুড়ে পেনাল্টি নিয়ে তৈরি হওয়া এক উত্তেজনা ছাড়া হ্যারি কেন আধিপত্য বিস্তার করে খেললেন। ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখলেন তিনি। এই জয়ের ফলে ১৯৯০ সালে ক্যামেরুনের বিপক্ষে গ্যারি লিনেকারের পর প্রথম ইংল্যান্ড খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপের নকআউট ম্যাচে জোড়া গোল করার রেকর্ড গড়লেন তিনি। এবং বিশ্বকাপের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় পেলেকে ছাড়িয়ে গেলেন।

ইংল্যান্ড ফেভারিট হিসেবে মাঠে নামলেও, ডিআর কঙ্গোর সেই নিয়ে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। সেবাস্তিয়ান দেসাব্রে-র সুশৃঙ্খল দল প্রথমার্ধের শুরুর দিকের চাপ সামলে নিয়ে অত্যন্ত নিখুঁত প্রতি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। এমবেম্বার একটি চমৎকার পাস থেকে বল পেয়ে চিপেঙ্গা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় জোড়া গোল শট নিয়ে ইংল্যান্ডকে চুপ করিয়ে দেন। জর্ডান পিকফোর্ডকে পরাস্ত করে নিচু শটে বল জালে জড়িয়ে তিনি ইংরেজ সমর্থকদের চুপ করিয়ে দেন। সেই মুহূর্ত থেকে ডিআর কঙ্গোকে বেশ নির্ভীক দেখাচ্ছিল। ইয়োয়ান উইসা অনবরত আক্রমণ চালিয়ে যান। এর ফলে ইংল্যান্ড বেশ চাপে পড়ে যায়। মাঝমাঠে অনেক ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছিল এবং বল দখলে এগিয়ে থাকলেও, বলের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তাদের খেলায় কোনও আধিপত্য ছিল না। জুড বেলিংহাম এবং অন্য খেলোয়াড়রা ডিআর কঙ্গোর খেলার গতি ভাঙার চেষ্টা করলেও, কঙ্গোদের রক্ষণ ভাঙা সম্ভব হয়নি এবং তারা প্রতিআক্রমণে ক্রমাগত ভয় ধরাচ্ছিল।

যে মাঠে একসময় ভোজিনহা গোলপোস্টের নিচে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, ঠিক সেই মাঠেই এমপাসি অনুপ্রাণিত হয়ে ইংরেজদের স্তব্ধ করে ছাড়ছিলেন। কিন্তু খেলা যত গড়াতে থাকল, ইংল্যান্ড তত বেশি চাপ সৃষ্টি করতে লাগল এবং বারবার এমপাসির কাছে পরাস্ত হল। চলতি মরশুমে ক্লাব ফুটবলে খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও এমপাসি একের পর এক দুর্দান্ত সেভ করেন;যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল জুড বেলিংহামের একটি জোরালো হেড আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে রুখে দেওয়া। এরপর ইংল্যান্ডের সামনে কিছু সুযোগ এসেছিল। মার্কাস রাশফোর্ড ফাঁকা জায়গায় বল পেলেও তা সাইড নেটে মারেন। নোনি মাদুয়েকে-র ক্ষীপ্র গতি সমস্যা তৈরি করলেও শেষ পর্যন্ত তা কোনও ফল আনতে পারেনি। এমনকি হ্যারি কেনও একটি লং বল তাড়া করতে গিয়ে এমপাসির চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যান, তবে রেফারি পেনাল্টির আবেদন নাকচ করে দেন। দুটি গোল খেলেও এমপাসি শেষ পর্যন্ত পাঁচটি দুর্দান্ত সেভ করে ম্যাচ শেষ করেন। ডিআর কঙ্গোর আত্মবিশ্বাস যত বাড়ছিল, ইংল্যান্ডের রক্ষণভাগের দুর্বলতা তত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সেট পিস থেকেও শুধু হতাশাই আসছিল। রাইসের একটি ক্রস বক্সে কঙ্গোর এক ডিফেন্ডারের হাতে লেগেছে বলে মনে হলেও, রেফারি সেটিকে অনিচ্ছাকৃত বলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইংল্যান্ড নতুন উদ্যমে চাপ সৃষ্টি করলেও ফাইনাল থার্ডে তাদের ফিনিশিংয়ের অভাব ছিল। কর্নার এবং ক্রসগুলো বারবার প্রতিহত হচ্ছিল।

ঠিক যখন ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগ ক্রমশ হতাশাজনক হয়ে উঠছিল, তখনই সাইডলাইন থেকে খেলা বদলে দিলেন থমাস টুখেল। বার্সেলোনার নতুন উইঙ্গার অ্যান্থনি গর্ডন এবং আর্সেনালের বুকায়ো সাকার আগমন উইংগুলোতে নতুন শক্তির সঞ্চার করে এবং ম্যাচের গতি তাৎক্ষণিকভাবে বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে গর্ডন মাঠে এমন এক বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আসেন, যার অভাব ইংল্যান্ড এতক্ষণ অনুভব করছিল। আর ঠিক তখনই গর্জে উঠল থ্রি লায়ন্স। অবশেষে পরাস্ত হলেন এমপাসি, আর স্বস্তির হাওয়া বয়ে গেল ইংরেজ শিবিরে। বাঁ দিক থেকে গর্ডনের বাড়িয়ে দেওয়া একটি চমৎকার মাপা ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে হ্যারি কেন বল গাইড করে মাঠের বাঁ দিকের নিচের কোণ দিয়ে জালে জড়িয়ে দেন।

১০ জনেও দুরন্ত আমেরিকা, বসনিয়ার বিরুদ্ধে ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ খেলছে আমেরিকা, আর সেই সুবিধাকে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে মরিসিও পোচেত্তিনোর দল। গ্রুপ পর্বে ধারাবাহিক ভালো ফুটবলের পর শেষ ৩২-এর ম্যাচেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করল তারা। বৃহস্পতিবার ভোরে ইউরোপের শক্তিশালী দল বসনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে শুধু শেষ ষোলোয় ওঠাই নয়, দীর্ঘদিনের একাধিক রেকর্ডও ভেঙে দিল মার্কিন দল। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল, দ্রুত পাস আর আক্রমণাত্মক ফুটবলে বসনিয়াকে চাপে রাখে আমেরিকা। ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ, ফোলারিন বালোগন ও তাঁদের সতীর্থরা বারবার প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করেন। প্রথমার্ধে একবার পুলিসিচ বল জালে পাঠালেও অফসাইডের কারণে সেই গোল বাতিল হয়। তবুও আক্রমণের ধার কমেনি। অবশেষে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আমেরিকা কাঙ্ক্ষিত গোল পেয়ে এগিয়ে যায় এবং ১-০ ব্যবধানে বিরতিতে যায়। দ্বিতীয়ার্ধেও আমেরিকা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিল। তবে ৬৪ মিনিটে বালোগন সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে পরিস্থিতি বদলে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা ১০ জন নিয়ে খেলতে হয় স্বাগতিকদের। সংখ্যাগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে বসনিয়া আক্রমণের ঝড় তোলে। কিন্তু আমেরিকার রক্ষণ ছিল দুর্ভেদ্য। গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডাররা দারুণ সংযমের সঙ্গে সব আক্রমণ প্রতিহত করেন। ম্যাচের ৮২ মিনিটে অসাধারণ এক ফ্রি-কিক থেকে ম্যালিক টিলম্যান গোল করে আমেরিকার জয় নিশ্চিত করেন। এরপরও পুলিসিচ আরও একবার বল জালে পাঠালেও সেটিও অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। সব মিলিয়ে চারবার বল জালে জড়িয়েছিল আমেরিকা, যার মধ্যে দুটি গোল বাতিল হয়। ফলে ২-০ স্কোরলাইন দেখে যতটা সহজ মনে হচ্ছে, বাস্তবে ম্যাচে আমেরিকার আধিপত্য ছিল আরও অনেক বেশি। এই জয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ ২৪ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটাল মার্কিন দল। ২০০২ সালের বিশ্বকাপের পর এই প্রথম তারা নকআউট পর্বে কোনও ইউরোপীয় দলকে হারাতে সক্ষম হলো। একই সঙ্গে ২০০২ সালের পর প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে জয়ও পেল আমেরিকা। ফলে ইতিহাসের পাতায় নতুন অধ্যায় যোগ করলেন পুলিসিচ, ওয়েস্টন ম্যাককেনি ও তাঁদের সতীর্থরা। এবারের বিশ্বকাপে আমেরিকার ফুটবল বিশেষজ্ঞদেরও মুগ্ধ করেছে। দলগত সমন্বয়, দ্রুত আক্রমণ, মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণে শৃঙ্খলা;সব মিলিয়ে তারা এখন আর শুধুই চমক নয়, শিরোপার দাবিদারদের জন্যও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ঘরের মাঠের সমর্থনও তাদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবে সামনে অপেক্ষা করছে আরও কঠিন পরীক্ষা। শেষ ষোলোয় আমেরিকার প্রতিপক্ষ হবে বেলজিয়াম। সেনেগালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে নকআউটে উঠেছে ইউরোপের শক্তিশালী দলটি। কেভিন ডি ব্রুইনের নেতৃত্বে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া সহজ হবে না। তবুও বর্তমান ফর্মে থাকা আমেরিকাকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। বসনিয়ার বিরুদ্ধে ১০ জন নিয়ে যেভাবে তারা দাপটের সঙ্গে ম্যাচ জিতেছে, তাতে স্পষ্ট;এই বিশ্বকাপে বড় দলগুলোর জন্যও তারা অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ।

সেনেগালকে হারিয়ে নাটকীয় ভাবে ম্যাচে ফিরল বেলজিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের রাউন্ড অব ৩২ -এর ম্যাচে সেনেগালকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে অবিশ্বাস্য কামব্যাক বেলজিয়ামের। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের ইনজুরি টাইমে পেনাল্টি থেকে গোল করেন ইউরি তিলেমান্স। খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দুই গোলে পিছিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত সেনেগালকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপ থেকে তাদের বিদায়ঘন্টা বাজায় বেলজিয়াম। সিয়াটেল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচ ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ের সাক্ষী হয়ে রইল। অতিরিক্ত সময়ের নির্ধারিত ৩০ মিনিট শেষ হওয়ার ঠিক আগে ফাউলের শিকার হন তিলেমান্স। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ()ঙ্কট্র)-এর পর্যালোচনার পর রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ১২৫ মিনিটে তিলেমান্সের নেওয়া সফল স্পট-কিক বিশ্বকাপের ইতিহাসের সবচেয়ে দেরিতে হওয়া গোল হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। এর পরপরই রেফারি শেষ বাঁশি বাজান এবং বেলজিয়াম শেষ ১৬-র টিকিট নিশ্চিত করে। সেনেগালের কোচ পাপে থিয়াও বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন রেফারি সিদ্ধান্তে। ম্যাচ শেষে বলেন, ক্ষ্মআমি রেফারির সিদ্ধান্তের কোনও ব্যাখ্যা দিতে চাই না। পেনাল্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সবার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। আমার এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য না করাই ভালো মনে করছি।ক্ষ্ম হাবিব দিয়ারা এবং ইসমাইলা সারের গোলে সেনেগাল ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল। তবে ৮৬ মিনিটে বেলজিয়ামের পরিবর্ত হিসেবে নেমে রোমেলু লুকাকু একটি গোল শোধ করেন এবং ৮৯ মিনিটে তিলেমান্স গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। বেলজিয়ামের এই জয় বিশ্বকাপের গত ১১টি আসরের নকআউট পর্বে একটি অনন্য রেকর্ড তৈরি করেছে। এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার কোনও দল দুই বা তার বেশি গোলে পিছিয়ে থেকেও ম্যাচ জিতে পরের রাউন্ডে গেল। এর আগে ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে রাউন্ড অব ১৬-র ম্যাচে জাপানের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও ৩-২ গোলে জিতেছিল বেলজিয়াম। রাশিয়ায় তৃতীয় স্থান অর্জনকারী সেই বেলজিয়াম দলের অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ই বুধবারের এই জয়ে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা স্ট্রাইকার লুকাকু বেঞ্চে ছিলেন। মাঠে নেমে ৮৬ মিনিটে গোল করে বেলজিয়ামকে ম্যাচে ফেরান এবং তিলেমান্সের গোলের জন্য ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে গেল। গত চারটি বিশ্বকাপের মধ্যে এই নিয়ে তৃতীয়বার শেষ ১৬-তে জায়গা করে নিল বেলজিয়াম। ২০১৪ সালে তারা কোয়ার্টার ফাইনাল এবং ২০১৮ সালে সেমিফাইনালে পৌঁছালেও চার বছর আগে কাতারে তারা গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছিল। সোমবার সিয়াটেলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে বেলজিয়ামের পরবর্তী প্রতিপক্ষ হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সেনেগাল ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টির ধাক্কা খেল। গত ১৮ জানুয়ারি আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের ফাইনালে সেনেগালের একটি শেষ মুহূর্তের গোল বাতিল হওয়ার পর মরক্কোকে একটি পেনাল্টি দেওয়া হলে সেনেগালের খেলোয়াড়রা মাঠ থেকে বেরিয়ে যান। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হলে কোচ থিয়াও তাঁর বেশিরভাগ খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে সরিয়ে নেন। প্রায় ১০ মিনিট পর তারা মাঠে ফিরে আসেন এবং মরক্কোর মিডফিল্ডার ব্রাহিম দিয়াজের পেনাল্টি শটটি মঁদি আটকে দেন। অতিরিক্ত সময়ে সেনেগালের মিডফিল্ডার পাপে গে একমাত্র গোলটি করে জয় এনে দিলেও, মার্চ মাসে আফ্রিকান ফুটবলের গভর্নিং বডি সেই জয় বাতিল করে মরক্কোকে ৩-০ ব্যবধানে জয়ী ঘোষণা করে। তবে সব মিলিয়ে, ফ্রান্স এবং আর্লিং হালান্ডের নরওয়ের মতো কঠিন গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সেরা তৃতীয় স্থান অধিকারী দল হিসেবে নকআউট পর্বে এসে সেনেগাল তাদের লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে, বেলজিয়াম ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই নকআউট পর্বে খেলতে নেমেছিল।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভারতের বিকাশে জাপানের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: বৃহস্পতিবার তিনদিনের ভারত সফরে দিল্লিতে এসেছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি। 'আমার ছোটবোন' বলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি জাপানি প্রতিনিধি দল, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে মোদী বলেন, বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে তথা প্রথম ভারত সফরে তাকাইচিকে আতিথ্য প্রদান করা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। ভারতের বিকাশে জাপানের ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেন মোদী। জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে বসার পর এটাই তাকাইচির প্রথমবার ভারত সফর। সৌহার্দ্য বিনিময়ের পর নিজের বক্তব্যে মোদীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী। মোদী তাঁকে 'সুন্দরী ছোট বোন' হিসেবে পরিচয় দেন, সেকথাও জানান তিনি। তাকাইচি বলেন, 'আমরা দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-জাপান সম্পর্ককে ভাই-বোনের সম্পর্কের আদলে গড়ে তুলতে সম্মত হয়েছি।' ১৬তম ভারত-জাপান বার্ষিক সম্মেলনে নিজের বক্তব্যে জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা বৃদ্ধির এই সময়ে যৌথভাবে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দুই দেশের উচিত নিজেদের শক্তির যথাযথ ব্যবহার করা। তিনি জানান, বিভিন্ন কৌশলগত বিষয়ে উভয় নেতাই অভিন্ন অবস্থানে রয়েছেন। কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করা-সহ সহযোগিতার তিনটি প্রধান ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে সম্মত হয়েছেন তাঁরা। তাকাইচি বলেন, জাপানের 'মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক' ভিশন প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'মহাসাগর'নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর বলেন, উভয় দেশ সামুদ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদার করবে। সমগ্র ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রতিষ্ঠায় যৌথভাবে কাজ করবে। অন্যদিকে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মোদী বলেন, ভারত ও জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত করছে। গত এক বছরে প্রায় ১২০টি নতুন ব্যবসায়িক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ভারতে ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি জাপানি বিনিয়োগ আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, Karimpur- I Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-01/15th C KGP-I/2026-27,** Last date of submission **09.07.2026 up to 2pm**. For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY

Name of Work: Estimate for Proposed ground floor at new market in Ward No.-14, under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/18/BM/2026-27/PWD(2nd Call)
Date: 02.07.2026
Tender ID: 2026_MAD_1030592_1
1. Bid Submission Start date- **02.07.2026 at 06.55 PM.** 2. Prebid meeting date- **10.07.2026 at 02.00 PM.** 3. End date- **17.07.2026 at 16.55 PM.** 4. Bid opening date- **20.07.2026 at 10.00 AM.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪)
এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স ওয়েলকিন ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড
CIN: U51909WB2010PTC141950
রেজিস্টার্ড অফিস ১৯৪/২, জি. টি. রোড (উত্তর), সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির সোমবার ১৫ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** থেকে কোম্পানিজ রেজিস্ট্রার, উত্তরপ্রদেশ - ১ (কানপুর) অধিক্ষেত্র অধীন **উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে** বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ -৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে পারেন : ১৯৪/২, জি. টি. রোড (উত্তর), সালকিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ পশ্চিমবঙ্গ

মেসার্স ওয়েলকিন ডিলকম প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সুমন সিং
ডিরেক্টর
ডিন : ৩৪৩৭৯০৬
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তর
রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
ডেলফিন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন ডেলফিন নেটওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডে নামে পরিচিত)
রেজিস্টার্ড অফিস **নং ৮, এ জে সি বোস রোড, ১ম তল, ওয়ার্ড নং ৬৩, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭ ভারত**
... আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ১০ জুন ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ -৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ডেলফিন ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
হেমন্ত বাসুদেব শিন্ডে
ডিরেক্টর
ডিন : ০৯০২৫৯৬৮
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ জুলাই ২০২৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Mallickpur Gram Panchayet
Mallickpur, Baruipur, South 24 Parganas
Notice Inviting Tender
Sealed Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 21 Nos. scheme vide **NIT No: 338/MGP/2026-27 (Sl. 1-9), 339/MGP/2026-27 (Sl. 1-6), 340/MGP/2026-27 (Sl. 1-5) & 341/MGP/2026-27 (Sl. 1), Date: 30.06.2026** under **15th FC & Own Fund**. Date of Sale of Tender Form : **01.07.2026 to 08.07.2026.** Last date of dropping of Sealed Tender Form : **08.07.2026 up to 02:00 PM.** Date of Opening of Tender : **10.07.2026 at 03:00 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Pradhan
Mallickpur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Laying of 80 mm, 100 mm Pipeline near Durgapur Press Club, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-06/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016228_1 • Estimated Amount : 96,643/-
Last Date : 09th July 2026, up to 03:00 pm
2) Name of the Work: Laying of PVC underground Pipeline for Domestic Water Supply Line, W- 37.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-03/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016197_1 • Estimated Amount : 93,252/-
Last Date : 09th July 2026, up to 03:00 pm
3) Name of the Work: Repairing of Sewerage Line at Shiraj Restaurants to IT Bazar (Road Interconnection) within Ward- 22, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-08/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016232_1 • Estimated Amount : 1,99,161/-
Last Date : 09th July 2026, up to 03:00 pm
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.১, এনআইটি নংঃ ১৩১_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** এইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/ব্যান্ডেলের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে (১) কিমি ৩৮/০-৫৫/০, (২) আপ/ডাউন নৈহাটি ব্রাঞ্চ লাইন কিমি ২.৫০০-৮/০, (৩) ০.০০-২.০০ আপ/ডাউন কাটোয়া লাইন এবং (৪) এম ৪৬/১১-এম ৪৯/১১ অ্যাভয়ডিং লাইনের মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/ ব্যান্ডেল শাখার অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৬৫,৫৬,৩৭৪.৮১ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৩১,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং.২, এনআইটি নংঃ ১৩২_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** এইএন/লিলুয়ার অধীনে কিমি ১৮/৭০০- ৬৯/২০০ আপ, ডাউন, এসএল এবং ইয়ার্ড লাইনের মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/তারকেশ্বরের শাখার অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৭২,৬৫,৭০৬.৯৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৪৫,৩০০ টাকা। **ক্রমিক নং.৩, এনআইটি নংঃ ১৩৩_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** এইএন/লিলুয়ার অধিকারক্ষেত্রের অধীনে কিমি ৭৯/০ থেকে ১১৭/০০ এসএল এবং ইয়ার্ড লাইনের মধ্যে এসএসই/পি.ওয়ে/তারকেশ্বরের শাখার অধীনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,১৪,২৮,২১১.৯০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২৮,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২(বারো) মাস (প্রতিটির জন্য)। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৪.০৭.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-183/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited by the undersigned for 01(one) no. schemes under **15th CFC(25-26)** bearing **NIeT No- 48/SU/2025-26 (2nd Call), Office Memo No- 409/PS, dt: 02.07.2026 (Tender ID: 2026_ZPHD_1030646_1),** for building renovation. Online bid submission will end **on 09.07.2026 at 5:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www myhmc in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি-নিম্নোক্ত জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ	টেন্ডার জমার শেষ তারিখ (অনলাইন)
১.	এইচএমসি অধিক্ষেত্রে তিন মাসের জন্য ১০ ট্রেলার এবং ৩ ট্র্যাক্টর পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।	১০/কনস/২৬-২৭ তারিখ ৩০.০৬.২০২৬	১৭.০৭.২০২৬ সন্ধে ৫টা পর্যন্ত
২.	এইচএমসি এর জোন -৬ (ওয়ার্ড : ৪৬ (অংশ -৩), ৪৬ (অংশ -৪), ৪৭, ৪৮ (অংশ -১), ৪৮ (অংশ -২), ৪৯ (অংশ-১), ৪৯ (অংশ ২), ৫০ (অংশ -৩), ৫০ (অংশ ৪) অধিক্ষেত্রে এক বছরের মেয়াদে জঞ্জাল সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত ১০ টি ৩.৩ সিইউএম ক্যাপাসিটির ডিজেল হপার টিপ্পার ডাম্পার পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (২য় কল)।	১১/কনস/২৬-২৭, তারিখ ৩০.০৬.২০২৬	১৭.০৭.২০২৬ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত
৩.	এইচএমসি অধিক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং ১ থেকে ৫০ এর জন্য ২০০ টি ফাইবার সিট ড্রাম সরবরাহ :	১২/কনস/২৬-২৭, তারিখ : ৩০.০৬.২০২৬	১৭.০৭.২০২৬ সন্ধে ৫টা পর্যন্ত
৪.	হাওড়া পৌর নিগমের ২৫ নং ওয়ার্ডের জন্য সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যাবলির জন্য জনসচেতনতার জন্য লিফলেট এবং ব্যানার ছাপানো :		

অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders gov in
২৯(২)/২৬-২৭
২.৭.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Tender Notice
Patashpur-1 Panchayat Samity invites e-Tender as follows:-

NIT No: & Date	Works description	Last date and time for receipt bids through e-procurement
01) NIT-WBEO/Pat-I/NIT-01/2026-27 dt. 01.07.2026	03 nos Schemes are tendered under 15th CFC. & 10nos BEUP Schemes.	07.07.2026

The details can be obtained from website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Patashpur-1 Panchayat Samity

শিয়ালদহ ডিভিসনের পার্সোনেল বিভাগে অবসরপ্রাপ্ত স্টেনোগ্রাফার পুনর্নিয়োগ
নং : ই-২২/রি-এনগেজড রিটায়ার্ড/পার্সো/২০২৫ তাং : ২৯.০৬.২০২৬
পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের ১২টি শূন্যপদ চুক্তির ভিত্তিতে পূরণের উদ্দেশ্যে আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের (স্টেনোগ্রাফার) থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টে ০১ জন পিএস-II (লেভেল-৭) ও ১১ জন সিনিয়র স্টেনোগ্রাফার (লেভেল-৬) হিসেবে পুনর্নিয়োগ করতে। **বয়সসীমা :** সর্বাধিক ৬৪ বছর ৬ মাস। **আগ্রহী কর্মীরা অবশ্যই ১৭.০৭.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট অথবা তার পূর্বে** নির্ধারিত বয়ানে (অ্যানেক্সার-এ) তাঁদের অফলাইন আবেদন **চিফ ওএস/ই-২২,** পার্সোনেল ব্রাঞ্চ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহের ঠিকানা অথবা অনলাইন আবেদন **ইমেল আইডি: srdposdah@gmail.com**-এর মাধ্যমে জমা করবেন। এরপর, কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।
বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের বয়ানের জন্য রেলওয়ে ওয়েবসাইট **https://er.indianrailways.gov.in**/cris//uploads/files/1782803976391-Re-engagement% 20of%20Retired%20Non%20-gazetted% 20Employees%20 (Stenographers)% 20against%20vacant% 20post%20on% 20contractual% 20basis%20in%20personnel%20department.pdf দেখুন।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

‘অভিমান’ সম্পূর্ণ আবেগমাখা

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

প্রেম, না বলা কথা, মান অভিমানের পালা সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে যখন জীবনের প্রতিটা স্তর বিভক্ত হয় কেমন হয় তখন? যে মানুষগুলো এই অনুভূতিগুলোর সাথে জড়িত তাদের মনের অবস্থাই বা কেমন হয়? এমনই কতগুলো প্রশ্নের উত্তর হাজির করেছে সম্প্রতি ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি ‘অভিমান’। ছবিটি একটি পারিবারিক ড্রামা, যা স্মৃতির উত্থানপতন ও সম্পর্কের জটিলতা তুলে ধরে।

চলচ্চিত্রটির গল্পের শুরুতে দেখা যায় আকাশ চ্যাটার্জি একজন রকস্টার এবং তিনি যৌবনে বাড়ি ও পরিবার ছেড়ে হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে যান এবং ২২ বছর নিজের ছেলে ঋষির সাথেও কোনো রকম সম্পর্ক রাখেননি। একদিন ঋষি কোন না কোন সূত্রের মাধ্যমে খবর যে তার বাবা স্মৃতিভ্রংশ অর্থাৎ ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে বাবাকে দিয়ে অটোবায়োগ্রাফি লেখানোর জন্য কোন একটা ছুতো করে বাবার কাছে যায়, যাতে কোনোভাবে বাবার পুরনো স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে আনতে পারে। গল্পটি যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই পুরোনো ক্ষত, ভুল বোঝাবুঝি, ক্ষমা এগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আস্তে আস্তে গল্পটি আবর্তিত হয় সময় শেষ হওয়ার আগে বাবা-ছেলের ভগ্নপ্রায় সম্পর্ক জোড়া লাগানোর প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে। এই আবেগঘন জার্নিটার আদ্য থেকে প্রান্ত পর্যন্তই ‘শ্রী’ নামে একজন মহিলা তাদের আবেগের একটি বড় স্তম্ভ হয়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য আকাশ এবং ঋ সির সংযোগসূত্র এই শ্রী ।ছবির কাস্টিং খুব ভালো। বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের দিয়ে কাজটি করা করা হয়েছে সে ক্ষেত্রেও দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ছবিটি অবশ্যই সক্ষম হবে। এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শুভশ্রী গাঙ্গুলী এবং যিশু সেনগুপ্তকে। আকাশ চ্যাটার্জির ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির অভিনয় আপটু দা মার্ক। কিন্তু তার এই অভিনয়তে যেন সৃজিৎ মুখার্জির ‘জাতিশ্বর ‘ছবির অভিনয়ের সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এক্ষেত্রেও যেন তার অভিনয় আগের মতই একই ধাঁচের। ছেলে ঋষি চ্যাটার্জির ভূমিকায় যিশু সেনগুপ্তের অভিনয় বাস্তবচিত। তার অভিনয় সেই মানে না পৌঁছালেও তিনি যে চরিত্রটা নিয়ে ভেবেছেন এবং এর পেছনে সময় দিয়েছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। শ্রী চরিত্রে শুভশ্রী গাঙ্গুলী আগের চেয়ে অনেক পরিণত হিসেবে ধরা দিয়েছে এই চলচ্চিত্রটিতে। গল্পের আবহসংগীত প্লট সাপেক্ষে উন্নত বলা যেতে পারে। তবে যেহেতু গল্পটি অতি দৈর্ঘ্যের দর্শকদের ধরে রাখার জন্য আবহসংগীত আরেকটু উন্নতমানের হলে ভালো হতো। ছবিটিতে সম্পর্কের জটিলতা দেখাতে গিয়ে ছবিটির বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে খুব একটা বর্ণিত হয়নি। হলেও তা ভীষণ গতে বাধা এবং চিরাচরিত। এই ছবিতে প্রত্যেকটা আবেগপূর্ণ দিক যখন উঠে আসছে সেই দিক খুবই দুর্বল। ইমোশনগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হলেও ঠিকঠাক স্ক্রীন প্রেজেন্স এর অভাবে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে অক্ষম হয়েছে।অন্যান্য চলচ্চিত্রের মত এই চলচ্চিত্রটিতেও বেশ কিছু ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিকের বিশ্লেষণে প্রথমেই উঠে আসে এই ছবির গল্পটা সুন্দর । ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের প্লটবিন্যাস যথেষ্ট ভালো। তার চিত্রনাট্যর লেখনি এবং সংলাপ গঠন নিজের আগের পরিচালনায় নির্মিত অন্যান্য ছবির থেকে তুলনামূলকভাবে এই ছবিতে অনেকটাই ভালো। নেতিবাচক দিকে বিশ্লেষণে বলা যায় ছবিটির গতি অত্যন্ত শ্লথ যা দর্শকদের ধৈর্য চুতি ঘটাতে পারে। ছবির গানগুলি খুব একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বড্ড একঘেয়েমি সৃষ্টি করা যা দর্শকদের ভালো নাও লাগতে পারে। গল্পটি অতি দীর্ঘ গল্প যেটা ছবিটি দেখাকালীন দর্শকদের উৎসাহ কমিয়ে দিতে পারে। আবেগঘন সম্পর্কের জটিলতাময় কমার্শিয়াল মুভি হিসেবে ছবিটি উচ্চপ্রশংসনীয় না হলেও খারাপ বলা চলে না। হাতে সময় থাকলে একবার দেখে ফেলা যায় এই ছবিটি।

পালাবদলের আঙিনায় নতুন ছবি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়: রাজনৈতিক পালাবদল এর পর সিনেমার ময়দানে নতুন প্রযোজকদের প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে। সম্প্রতি টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতেও ইতিবাচক নতুনত্বের হাওয়া বইছে যার হাত ধরে বাংলা কমার্শিয়াল সিনেমার পুনরুত্থান ঘটতে চলেছে। এই নতুন আগমনের আবহাওয়ায় ‘অ্যাম্পেল ড্রিম ডেভেলপার’ নামক নতুন প্রযোজনা সংস্থা তাদের তৃতীয় ফিচার ফিল্ম রিলিজের জন্য ঘোষণা করেছে। ছবির নাম ‘তুমি এলে তাই’। ইতিমধ্যেই বোলপুরে সিনেমার প্রথম দৃশ্যগুলির শুটিং শুরু হয়ে গেছে।। নতুন পরিচালক রত্নাকর কর্মকারের পরিচালনা, মুনমুন দাসের কনসেপ্ট এবং অমল চক্রবর্তীর স্ক্রিনপ্লে এর উপর নির্ভর করে তৈরি হতে চলেছে এই চলচ্চিত্র যার প্লট একইসাথে প্রেম দুর্নীতি এবং খুনের রহস্যের সমাধান সূত্র দেবে। ছবিটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে বিশ্বনাথ বসু, ভাস্কর ব্যানার্জি, মৌবনী সরকার, রজতাভ দত্ত, মিসভি সরকার, বরুন চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা, সোমা চক্রবর্তী এবং তানিষ্ঠা বিশ্বাসকে। ছবির প্রযোজক অমিত কুমার সিনহার মতে এই ছবিটা ফ্রেশ অডিয়েন্সের জন্য যারা বাংলা সিনেমা দেখতে ভালো। নতুন শিল্পীদের সুযোগ দেওয়াই তার মূল লক্ষ্য কারণ তারকা হওয়ার আগে সমস্ত শিল্পীই একদিন ছিলেন নতুন শিল্পী। এই ছবিতে নতুন শিল্পীরা অর্থাৎ নতুন মুখ মেললবন্ধনে কাজ করবে যা সিনেমাটাকে সফল করতে আরও সহায়তা করবে। এই ছবি নতুন ধারা এবং আবেগকে নিয়ে আসতে পারে যা বাংলা সিনেমার জন্য ভালো হবে।

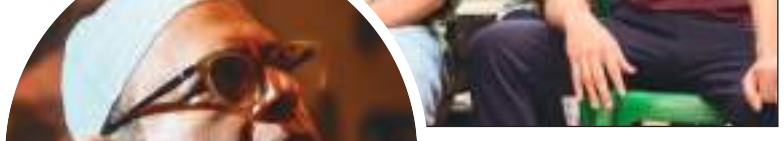

APAI-WB Pre Counselling & Education Fair 2026

The biggest exposition of educational and career opportunities in engineering, pharmacy, management, and applied sciences for students post-class X, XII, and graduation.

Silicon Bengal

Organised by:

APAI www.apaiwb.com

ASSOCIATION OF PROFESSIONAL ACADEMIC INSTITUTIONS WEST BENGAL

Date : 3rd July 2026 | Time : 11:00 AM to 7:00 PM

Date : 4th July 2026 | Time : 10:00 AM to 2:00 PM

Venue : NETAJI INDOOR STADIUM, KOLKATA

ENTRY FREE

Discover unparalleled opportunities to engage directly with leading self-financed institutions of West Bengal, offering diverse courses in Engineering/Technology (CSE, AIML, Data Science, Cyber Security, Iot, etc.), Pharmacy, and Architecture, paving the way to completing degrees such as B.Tech, B.Pharm, B.Arch., M.Tech, MCA, MBA, BCA, BBA, BHM, and securing your dream job on a global scale.

ADDITIONAL PROGRAM: BBA/BCA/BHM/B.HMCT/MCA MBA/DIPLOMA/B.SC. MEDIA SC. & Hospitality etc.

All courses are approved by AICTE, New Delhi & affiliated to Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal. Most of the colleges are also accredited to NAAC & NBA

These institutions provide a platform to develop skills aligned with cutting-edge technologies that are highly sought after in today's industries. Additionally, a diverse range of applied courses in fields such as management, hospitality, commerce, and accounting are available.

Member colleges of APAI-WB account for 85% of engineering and pharmacy seat intakes under WBJEEB. Take advantage of Bengal's affordable tuition fees, complemented by various scholarships, concessions, and government-supported credit facilities offered at minimum interest rates.

Member colleges of APAI-WB have been contributing to national progress by facilitating thousands of student placements in leading multinational corporations worldwide as well as in esteemed domestic industries for over two decades.

APAI Member Colleges:

- Abacus Institute of Engineering & Management (IV), Mogra, Hooghly
- Academy of Technology, Hooghly
- Asansol Engineering College (V), Asansol
- B. P. Poddar Institute of Managemert & Technology, Kolkata
- Bankura Unnayani Institute of Engineering, Bankura
- BCDA College of Pharmacy & Technology, Barasat
- Bengal School of Technology, (A College of Pharmacy), Chinsurah
- Bengal College of Pharmaceutical Science & Research, Durgapur
- Bengal College of Engineering and Technology, Durgapur
- Bhawanipur Global Campus, Kolkata
- Bharat Technology, Uluberia, Howrah
- Budge Budge Institute of Technology, Budge Budge
- Calcutta Institute of Technology, Uluberia, Howrah
- Calcutta Institute of Pharmaceutical & Allied Health Science, Uluberia, Howrah
- College of Engineering & Management, Kolaghat
- Darjeeling Hill Institute of Technology & Management
- Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur
- Dr. B.C. Roy College of Pharmacy & Allied Health Sciences, Durgapur
- Dream Institute of Technology, Kolkata
- Elitte College of Engineering
- Future Institute of Engineering & Management, Kolkata
- Future Institute of Technology, Kolkata
- Gargi Memorial institute of Technology, Kolkata
- Greater Kolkata College of Engineering & Management (JV), Baruipur
- George College, Kolkata
- Global Institute of Management and Technology. Krishnanagar
- Gupta College of Tecnological Sciences, Asansol
- Haldia Institute of Technology, Haldia
- Heritage Institute of Technology, Kolkata
- Hooghly Engineering & Technology College, Hooghly
- Ideal Institute of Engineering, Kalyani
- Institute of Engineering & Management under School of University of Engineering & Management, Kolkata

–: In assistance with :–

JIS Group Educational Initiatives

- Dr. Sudhir Chandra Sur Degree Engineering Collage Kolkata
- Guru Nanak institute of Technology, Kolkata
- Guru Nanak institute of Pharmaceutical Science & Technology, Kolkata
- JIS College of Engineering, Kalyani
- Narula Institute of Technology, Kolkata
- Institute of Science & Technoogy, Chandrakona
- Kingston College of Advanced Engineering and Management, Barasat
- Mallabhum institute of Tecnology, Bishnupur, Bankura
- MCKV Institute of Engineering, Liluah, Howrah
- NSHM Knowledge Campus, Durgapur
- OmDayal College of Engineering, Uluberia, Howrah
- Pailan College of Management & Technology, Kolkata
- Sanaka Educational Trust's Group of Institutions, Durgapur
- Seacom Engineering College, Howrah
- Supreme Knowledge Foundation Group of Institutions, Mankundu, Chandannagar
- St. Thomas' College of Engineering & Technology, Kolkata

Swami Vivekananda Group of Institutes

- Regent Education & Research Foundation Group of Institutions, Barrackpore
- Swami Vivekananda Institute of Science & Technology, Sonarpur

Techno India Group

- Meghnad Saha Institute of Techonology, Kolkata
- Netaji Subhas Engineering Collage, Garia, Kolkata
- Siliguri Institute of Technology, Siliguri
- Techno Bengal Institute of Technology, Kolkata
- Techno College, Hooghly
- Techno Institute of Engineering & Management, Banipur
- Techno International New Town, Kolkata
- Techno International, Batanagar
- JLD Engineering and Management College, Baruipur
- Techno Main, Salt Lake

Colleges with Modem Campus Futuristic Facilities and Experienced Faculties

Producer of Skilled and Quality Manpower to Different Parts of the Country and World

Attractive Placement across all Growing Sectors

Higher Education Dept., Govt. of West Bengal

Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, West Bengal

West Bengal Joint Entrance Examination Board

ASSOCIATE SPONSORS :

Event Managed by